www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9038640030
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

১৯৬৬-২০১৬ ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ২১ জ্যৈষ্ঠ – ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ ঃ ৪ জুন – ১০ জুন, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 32, 4 June - 10 June, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ভোটের হ্যাংওভার
ছয়ের পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : হিরোশিমার মর্মান্তিক পরিণতির জন্য ইতিমধ্যেই বিকৃত

হয়েছে আমেরিকা। কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্ট সেখানে পা রাখার সাহস পর্যন্ত দেখান নি। সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে হিরোশিমায় এলেন বারাক ওবামা। সামান্য ভগ্নাংশে প্রায়শ্চিত্ত করলেন মাত্র।

রবিবার : নীতিশের দ্বিতীয় ইনিংসে বিহারে সুদিন উধাও।

অপরাধ আবারও জায়গা করে নিচ্ছে লালু-নীতিশের রাজ্যে। ফের সেখানে আক্রান্ত হলেন সংবাদকর্মীরা।

সোমবার : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্যে আর স্থায়ী

উপাচার্য আর জুটছে না। এবার বিদায়ের পথে পা বাড়াতে চান সুগত মার্জিত। সার্চ কমিটি নাকি যোগ্য কাউকে খুঁজে পাচ্ছে না যিনি এই দায়িত্ব নিতে চান।

মঙ্গলবার : সেক্টর ফাইভ। শব্দটা শুনলেই এক ঝাঁ-চকচকে,

কেতাদুরস্ত, প্রযুক্তির পীঠস্থানের ছবিটা ভেসে ওঠে। সেখানে রাত যে কি ভয়ঙ্কর তা দেখাল গণধর্ষিতা তরুণী।

বুধবার : এ কোন সকাল। মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধা জেলার পুলগাঁওতে

সেনা অস্ত্রাগার আগুনের কবলে। এ পর্যন্ত মারা গিয়েছেন ১৮ জন। এর আগেও ১৯৮৯ ও ১৯৯৫ তে আগুন লেগেছিল এই অস্ত্রাগারে।

বৃহস্পতিবার : লস অ্যাঞ্জেলসের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার বন্দুকবাজের হামলায় নাম জড়াল

খড়্গপুর আইআইটির প্রাক্তন ছাত্র বাঙালি গবেষক মৈনাক সরকারের।

শুক্রবার : শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর সাধের বিশ্বভারতীর গায়ে কালি ছেটালেন বাংলাদেশি গবেষক

সফিউল ইসলাম। বাংলাদেশ থেকে আগত এক ছাত্রীকে ধর্ষণের দায়ে যাবজ্জীবন হল গবেষকের।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

শপথের আগে গোপনে শৌলমারী আশ্রমে

সাধু দর্শনে লালবাহাদুর?

ড. জয়ন্ত চৌধুরী

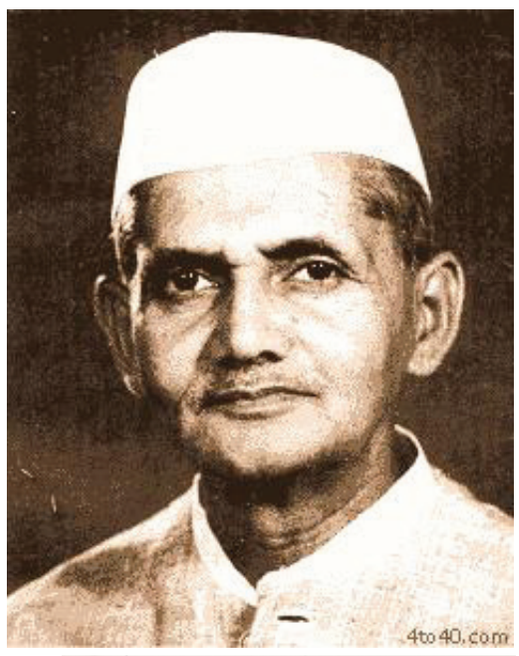

সম্প্রতি নেতাজি ফাইলে প্রকাশিত তথ্যে জানা গিয়েছে গোয়েন্দা আধিকারিক বিএন মল্লিক ষাটের দশকে উত্তরবঙ্গের রহস্যময় শৌলমারী আশ্রমে তাদের নজরদারি জারি রেখেছিলেন। নেহেরু ও পরবর্তীকালেও শৌলমারী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী সারদানন্দ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তিত ছিল। শৌলমারী আশ্রমের সাধু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কিনা এই নিয়ে সারা ভারত জুড়েই তোলপাড় হয়েছিল।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর একদা সহযোদ্ধা বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মেজর সত্যভূষণ গুপ্ত ও ক্যাপ্টেন বিশ্বজিৎ দত্ত প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন যে শৌলমারী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সারদানন্দজী আত্মগোপনকারী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। নেতাজির ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিজেন বসু, আজাদ হিন্দের কর্নেল গুরবক্স সিং, কাবুলে যাঁর বাড়িতে প্রায় একমাস ছদ্মবেশে সুভাষচন্দ্র আত্মগোপন করেছিলেন সেই উত্তমচাঁদ মালহোত্রা প্রমুখ মেজর সত্য গুপ্তের বক্তব্যকে সমর্থন করেছিলেন। এমনকি আলিপুরদুয়ারে সেই সময় এক শিল্পী সারদানন্দজীর ছবি এঁকেছিলেন কারণ সারদানন্দজীর ছবি তোলা সহজসাধ্য ছিল না।

আলিপুরদুয়ারে শিল্পীর চোখে সারদানন্দজী পরে শিল্পী নিখোঁজ হয়ে যান।

ওই শিল্পী রহস্যময় ভাবে উধাও হয়ে যান। ষাট এর দশকে প্রতিষ্ঠিত ওই আশ্রমে একাধিক সারদানন্দজীর ডামি ছিল বলে নানা প্রত্যক্ষদর্শী প্রতিবেদককে জানিয়েছিলেন। ড. সতীশ মাইকাপ থেকে প্রয়াত চলচিত্র পরিচালক হিরন্ময় সেন সারদানন্দজীর যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তাদের সঙ্গে অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ১৯৬৪ সালে ২৭ মে প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল প্রয়াত হবার পরেই দিল্লিসহ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত নিরাপত্তা এবং চূড়ান্ত সর্তকতা জারি করা হয়েছিল। প্রকাশিত নেতাজি ফাইলগুলিতে দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর রহস্যময় উত্তর বাংলা সফর সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোনও তথ্য প্রকাশিত হয়নি। যখন শৌলমারী পর্ব নিয়ে সারা বাংলা উত্তাল তখন আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সংবাদে জানা যাচ্ছে অতি গোপনে তৎকালীন কংগ্রেস নেতা ও হবু প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী বাংলার পূর্তমন্ত্রী খগেন্দ্র দাশগুপ্ত ও কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে আলিপুরদুয়ারে যান। উল্লেখ্য সেখানেই ছিল শৌলমারী আশ্রম।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা প্রথম কয়েক বছর শৌলমারী আশ্রমের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যোগাযোগ গোপনে থাকলেও পরবর্তী কালে একাধিক ডামি এবং জনৈক সাধু জিতেন চক্রবর্তী যিনি প্রাক্তন বিপ্লবী ছিলেন বলে জানা যায়, তিনি কিছু বছর আশ্রম চালান ও ১৯৭৭ সালে দেরাদুনে তৈরি করা নব গঠিত আশ্রমে প্রয়াত হন। উল্লেখ্য প্রথম পর্যায়ে শৌলমারী সাধুকে গোপনে হত্যা করার নানা ষড়যন্ত্রের তথ্য জানা গিয়েছে।

লালবাহাদুর শাস্ত্রী শপথ গ্রহণের আগে গোপনে উত্তরবঙ্গ সফর সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকায় শেষ শহর সংস্করণে ১৩ জুন ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয় নবম পৃষ্ঠা ৩য় ও ৪র্থ কলম। তৎকালীন সুভাষবাদী জনতা সংগঠনের মুখপত্র 'ডাক' একটি সংবাদ সমীক্ষায় উঠে এসেছে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের নানা প্রেক্ষিতে। উল্লেখ্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রকাশিত ফাইলগুলির মধ্যে এখনও শৌলমারী, শাস্ত্রীজি সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশিত হয়নি। যদিও জনৈক কে কে ভান্ডারীকে ফাইলে নেতাজি বলে দাবি করা হলেও তা ভিত্তিহীন বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছে।

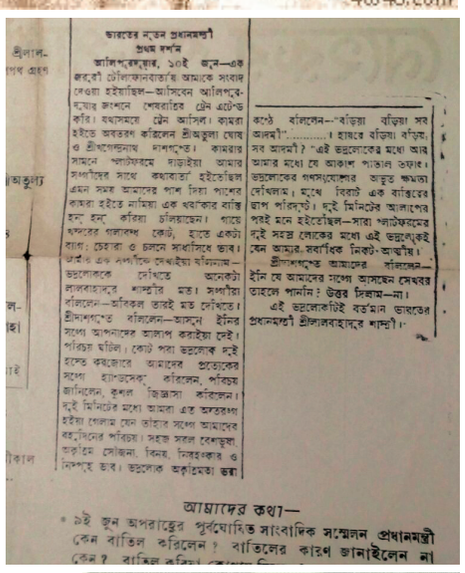

ভারতের নূতন প্রধানমন্ত্রী
প্রথম দর্শন

আলিপুরদুয়ার, ১০ই জুন—এক জরুরী টেলিফোনবার্তায় আমাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল—আসিবেন আলিপুরদুয়ার জংশনে শেষরাত্রির ট্রেন এটেন্ড করি। যথাসময়ে ট্রেন আসিল। কামরা হইতে অবতরণ করিলেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। কামরার সামনে প্লাটফরমে দাড়াইয়া আমার সম্পাদের সাথে কথাবার্তা হইতেছিল এমন সময় আমাদের পাশ দিয়া পাশের কামরা হইতে নামিয়া এক খর্বাকার ব্যক্তি হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছেন। গায়ে খদ্দরের গলাবন্ধ কোট, হাতে একটা ব্যাগ; চেহারা ও চলনে সাধাসিধে ভাব। ... এক সম্পাদককে দেখাইয়া বলিলাম—ভদ্রলোককে দেখিতে অনেকটা লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মত। সম্পাদক বলিলেন—অবিকল তারই মত দেখিতে। শ্রীদাশগুপ্ত বলিলেন—আসুন ইঁহার সংগে আপনাদের আলাপ করাইয়া দেই। পরিচয় ঘটিল। কোট পরা ভদ্রলোক দুই হস্তে করজোরে আমাদের প্রত্যেকের সংগে হ্যাণ্ডসেক করিলেন, পরিচয় জানিলেন, কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। দুই মিনিটের মধ্যে আমরা এত অন্তরঙ্গ হইয়া গেলাম যেন তাঁহার সংগে আমাদের বহুদিনের পরিচয়। সহজ সরল বেশভূষা, অকৃত্রিম সৌজন্য, বিনয়, নিরহংকার ও নিস্পৃহ ভাব। ভদ্রলোক অকৃত্রিমতা ভরা কণ্ঠে বলিলেন—"বড়িয়া বড়িয়া সব আদমী"..........। হায়রে বড়িয়া বড়িয়া সব আদমী? "এই ভদ্রলোকের মধ্যে আর আমার মধ্যে যে আকাশ পাতাল তফাৎ। ভদ্রলোকের গণসংযোগের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিলাম, মুখে বিরাট এক বাস্তবের ছাপ পরিস্ফুট। দুই মিনিটের আলাপের পরই মনে হইতেছিল—সারা প্লাটফরমের দুই সহস্র লোকের মধ্যে এই ভদ্রলোকই যেন আমার সর্বাধিক নিকট-আত্মীয়।

শ্রীদাশগুপ্ত আমাদের বলিলেন—ইঁনি যে আমাদের সংগে আসছেন সেখবর তাহলে পাননি? উত্তর দিলাম—না।

এই ভদ্রলোকটিই বর্তমান ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী।

আমাদের কথা—

• ৯ই জুন অপরাহ্ণের পূর্বঘোষিত সাংবাদিক সম্মেলন প্রধানমন্ত্রী কেন বাতিল করিলেন? বাতিলের কারণ জানাইলেন না কেন? ...

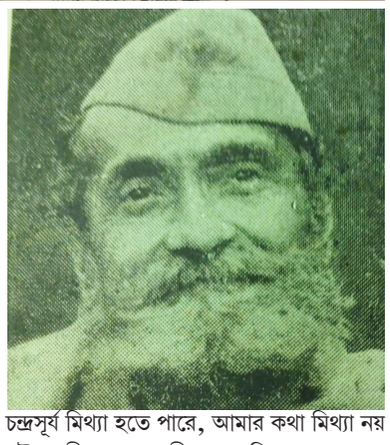

চন্দ্রসূর্য মিথ্যা হতে পারে, আমার কথা মিথ্যা নয় শৌলমারী সারদানন্দজী? নেতাজি–সত্যগুপ্ত।

জেহাদে তৎপর জঙ্গিরা

কুনাল মালিক

গত তিন মাস রাজ্য জুড়ে বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে প্রশাসন ব্যস্ত ছিল। বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের চাপে দম ফেলার ফুরসৎ পায়নি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিও প্রচার জনসভা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ইতিমধ্যেই রাজ্যে পুনরায় তৃণমূল কংগ্রেস বিশাল জনাদেশ নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে খবর পাওয়া যাচ্ছে রাজ্যের সীমান্তবর্তী উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া এবং মালদহ জেলায় জেহাদি মনোভাবাপন্ন ইসলামিক মৌলবাদী সংগঠনগুলি তাদের নেটওয়ার্ক আরও মজবুত করেছে। কেন্দ্রীয় সূত্রের একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য হল বাংলাদেশ থেকে আগত অনেক জেহাদি জঙ্গি সংগঠনের লোকজন শাসক দলের আশ্রয়ে থেকে গোপনে গোপনে ভারত বিরোধী নানা অবৈধ কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। জামাত-উল-মুজাহিদিন, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন এবং ভারতের ইসলামিক স্টেট (আইএস) এর বড় বড় মাথারা দেখাচ্ছে জেহাদিরা। এবং তারা এই কাজকে পবিত্র কাজ বলে প্রচার করছে সীমান্তবর্তী কিছু অনুমোদিত মাদ্রাসাগুলোতে। এই কাজ করতে গিয়ে কেউ যদি মারাও যায়, তাকে তারা 'শহিদ' হিসাবে স্বীকৃতি দিতে চায়। এরকম নজির আমরা খাগড়াগড় কান্ডেও দেখেছি। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার যৌথভাবে এ ব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতে না পারলে ভবিষ্যতে বড় বিপদ অপেক্ষা করছে রাজ্যের জন্য। নির্বাচনী জয়ের আত্মতুষ্টিতে ভেসে না গিয়ে তাই শাসক দলের উচিত অবিলম্বে এই দিকে বিশেষ নজর আরোপ করা। কারণ শাসক-বিরোধী রাজনৈতিক তরজা করার অনেক সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু সবার আগে দেখতে হবে দেশের মাটিতে কারা সিঁধ কেটে প্রবেশ করছে? কী তাদের উদ্দেশ্য? কারণ কথায় আছে না, 'আপনে বাঁচলে বাপের নাম।'

তাই দেশ যদি বিপদগ্রস্ত হয় জঙ্গিদের অনুপ্রবেশের মাধ্যমে তাহলে যাবতীয় রাজনীতি একেবারে ডকে উঠবে। এই দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার

নিশানায় ৪ জেলা

সীমান্তবর্তী এলাকায় সাম্প্রদায়িক উসকানি ছড়িয়ে হানাহানির ছক কষছে। খাগড়াগড় কান্ডের পর জঙ্গি সংগঠনগুলো কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনআইয়ের তৎপরতায় কিছুটা হলেও মুখ থুবড়ে পড়েছিল। কিন্তু বিশ্বের ত্রাস ইসলামিক স্টেটের সমর্থনে এ রাজ্যের কয়েক হাজার মুসলিম যুবক বিপথগামী হয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। তাই নতুন করে রাজ্য সরকারকে আরও নজরদারি করার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রিপোর্ট পাঠিয়েছে। কিভাবে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে উঠেছে জঙ্গি জেহাদিদের স্বর্গরাজ্য? এ প্রশ্নের উত্তর একটাই সৌজন্যে পড়শি বাংলাদেশ। উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ২২১৬ কিলোমিটার সীমান্ত। তার মধ্যে নদীঘেরা আর কাঁটাতার বিহীন অরক্ষিত সীমান্ত রয়েছে ১৮০ কিলোমিটার। আর ওই সীমান্ত দিয়েই বারবার জেহাদি জঙ্গিদের ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে দেশের নানা প্রান্তে। সব ক্ষেত্রেই জঙ্গি সন্দেহে জড়িত পাকিস্তানি আর বাংলাদেশিরা এদেশে ঢুকেছে পশ্চিমবঙ্গের ওই অরক্ষিত সীমান্ত দিয়েই। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর রাজ্যের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া ও মালদহকে অন্যতম স্লিপারসেল করে জঙ্গি সংগঠনগুলো নতুন করে জোর তৎপরতা শুরু করেছে। ধর্মের ভিত্তিতে পূর্বের 'সুবে বাংলা' ধাঁচের ইসলামিক রাজ্য গড়ার স্বপ্ন পশ্চিমবঙ্গের 'ওরা আমরা' দের। রাজনীতির পরিসর বহু পড়ে থাকবে। কিন্তু কোনও ছিদ্র তৈরি হতে দেওয়া যাবে না। যে ফাঁক গলে দেশ বিরোধীরা এখানে বসে নাশকতার ছক কষবে। বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি সহানুভূতি থাকা ভালো। তবে সর্বাপ্রেক্ষা দেখতে হবে দেশের স্বার্থ বিঘ্নকারী শক্তি তাতে উৎসাহ পাচ্ছে কিনা। গোয়েন্দারা রিপোর্ট পাঠাবে, সরকার সজাগ থাকবে সব ঠিক। এর পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলিকেও সংকীর্ণ রাজনীতির গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে দেশমার্তৃকার প্রতি দায়বদ্ধ হতে হবে।

তা হলেই একটা সুন্দর পশ্চিমবঙ্গ, সোনালী দেশ গড়ে তোলা সম্ভবপর হবে। এর আগেও ভারত-চিন যুদ্ধের সময়ে এ রাজ্যের তৎকালীন দাপুটে দলকে দেখা গিয়েছে তারা দেশের স্বার্থের চেয়েও বিদেশি চিনকে প্রাধান্য দিয়েছে। এমনকী চিনের আগে ভারত নাকি আক্রমণ করে বসেছিল এইরকম বাজে তত্ত্বও আউরেছে। এইসব নেতিবাচক হঠকারী দলীয় সিদ্ধান্ত গোটা দেশকে ভুক্তভোগী করতে পারে সেটা ভাবার সময়ও বোধহয় সেইসব তাত্ত্বিক নেতাদের ছিল না। যাই হোক আজকের প্রেক্ষাপটে আশাকরি দলমতনির্বিশেষে দেশের প্রতি প্রাধান্যতেই মনোনিবেশ করবে সকল রাজনৈতিক দল।

আন্দোলনের ইতিহাস না থাকা

জোটের কাঠামোই ছিল কাঁচা

কালিদাস চক্রবর্তী

নির্বাচনের ফল বেরনোর পর প্রায় দিন পনেরো অতিবাহিত। এর মধ্যে নানা মুনির ঢঙে সবাই চুলচেরা বিশ্লেষণ করে চলেছেন এবারের নির্বাচনী পরিণামের। বিশেষ করে এতটা মিডিয়া-হাইপ পাওয়া সত্ত্বেও রাজ্যে জোটের ফল কেন আশানুরূপ হল না তা নিয়ে কাটা ছেঁড়াটা বেশি চলছে। বলাবাহুল্য চায়ের দোকানের টেনিদা-ঘনাদা গোছের মাতব্বর, বাস-ট্রেনের নিত্য সফরকারী সাধারণ মানুষ মায় রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত প্রতিনিয়ত একাধিক মতামত তুলে ধরছেন পশ্চিমবঙ্গের ভোট ফলাফল নিয়ে। এর একটা সারাংশ নিয়েই মূলত আজকের এই লেখনী।

এ রাজ্যে জোটের ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করার আগে মাস কয়েক পিছনে চলে যাওয়া যাক। যাকে আজকের প্রযুক্তির ভাষায় বলা হয়, 'রিওয়াইন্ড ব্যাক'। যে নজিরকে সামনে রেখে এ রাজ্যে বাম-কংগ্রেসের বেনজির জোট গড়ে উঠেছিল তা হল মাস ছয়েক আগের বিহার নির্বাচনের ফল। বস্তুত, ভোটের পূর্ববর্তী যাবতীয় সমীক্ষা বিহারে এগিয়ে রেখেছিল বিজেপিকে। বুথ ফেরৎ সমীক্ষা আবার অতটা না হলেও বিজেপি তথা এনডিএ-এর জয়তে শীলমোহর পরাচ্ছিল। এমনকি বিহারে গণনা শুরু হওয়ার পরে পরেও বিজেপি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল তাতে মনে হচ্ছিল সমীক্ষা অক্ষরে অক্ষরে মিলতে চলেছে। ওমা! ঘন্টাখানেক কাটতে না কাটতেই সেই ফলাফলটাই যেন পুরো উল্টো দিকে বাঁক নিল। অর্থাৎ যে বিজেপি এতক্ষণ আগুয়ান ছিল তারাই ক্রমশ পিছতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বিজেপির কি পরিণাম হয়েছিল বিহারে আর লালু-নীতিশের জোট কিভাবে ড্যাং ড্যাং করে সরকার গড়েছিল তা তো সকলের কাছে খুবই পরিস্কার। এবার ফাস্ট ফরোয়ার্ড হয়ে চলে আসছি সরাসরি এবারের পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে। কেন বিহারকে আলোচনায় আনা হল তা দেখতে হলে বোঝা যায় এখানে যে বিপরীত রসায়নের জোট সম্ভবপর হয়েছিল তা কার্যকারিতা পেয়েছে বিহারে লালু-নীতিশ জোটের সাফল্য দেখে। বলা যায় এখানে

যে বাম-কংগ্রেস জোট সলতে পাকিয়েছিল মমতা সরকারকে উৎখাত করার জন্য তা আসলে বিহারী মডেল। পার্থক্য অবশ্য একটা ছিলই। তা হল, বিহারে বিজেপিকে ক্ষমতায় ভিড়তে না দেওয়ার জন্য দুই অহি-নকুল লালু এবং নীতিশ এক হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে বিজেপি ছিল বিরোধী এবং নীতিশ শাসক। নিজের সঙ্গে আর এক বিরোধীকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন নীতিশ কুমার। তাছাড়া বিহারে এই জোট সাফল্য পেয়েছিল মূলত জাতপাত ভিত্তিক সমীকরণের সুবাদে। সাদা চোখে অবশ্য লালু-নীতিশের মতো রণংদেহী দুই প্রতিদ্বন্দ্বির এই কেমিস্ট্রি খেটে যাওয়ায় এখানকার বিরোধীরা ভেবেছিলেন কংগ্রেস-সিপিএম জোট বাঁধলে তারাও একইরকম সাফল্য পাবে। হাতের কাছে কিছু গরমাগরম পরিসংখ্যান ছিল দুই দলের নেতাদের কাছে। মূলত এই সংখ্যাতত্ত্ব দেখিয়েই দুটি দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে রাজি করানো গিয়েছিল জোট বাঁধার ব্যাপারে। কিন্তু কংগ্রেস এবং সিপিএম তথা বামেদের মাথায় একটা সরল সত্য ঢোকেনি যেটা হল, রাজনৈতিক মেলবন্ধনের ক্ষেত্রে 'শর্টকাট' রাস্তা নেই।

যদি বিহারের মডেলই তারা অনুসরণ করতেন তাহলে দেখা যেত বেশ কিছুদিন ধরেই লালু-নীতিশ ঐক্যবদ্ধভাবে জোট করেছিলেন বিজেপিকে পরাস্ত করতে। গিনিপিগ হিসাবে রাখা হয়েছিল বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের প্রায় বছরখানেক আগে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনকে, যেখানে এই জোট সম্মুখ সমরে নেমেছিল বিজেপির। তখনই বোঝা গিয়েছিল এক হয়ে লড়লে বিজেপির বাঁধা সহজেই অতিক্রম করতে পারবে তারা। আমাদের রাজ্যে কংগ্রেস-সিপিএম নেতাদের মাথায় খেলেনি যে, জোট যখন করা হলই তখন আরও আগে থেকে কেন তা ফলপ্রসু করা হল না। মাত্র মাস খানেকের মধ্যে গড়ে ওঠা জোটের কাঠামো তাই কাঁচাই থেকে গেল। গ্রাম বাংলা তো দূরে থাক মফস্বল শহরগুলোতেও ঠিকভাবে পৌঁছতে পারলেন না এ রাজ্যের জোট-নেতারা। ফলস্বরূপ সারদা-নারদা এবং ওভারব্রিজ ভেঙে পড়ার শত ঝঞ্ঝাকে ওভারটেক করে নিরঙ্কুশ ব্যবধান নিয়ে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরল তৃণমূল। এ রাজ্যে জোটের মুখ থুবড়ে পড়ার পিছনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। সেটি হল যে কোনও রাজনৈতিক জোট গড়ে ওঠে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। বলাবাহুল্য, সে আন্দোলন পথে ঘাটে, মাঠে নেমে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত করার। কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল গড়ে তোলার পরে পরেই রাজ্যে যে লোকসভা নির্বাচন হয়েছিল তাতে নতুন দল হিসেবে লড়াই করে মমতার ঘাসফুল ব্রিগেড ৯টি আসন লাভ করেছিল। প্রশ্ন উঠতে পারে দল গড়ার পরে পরেই তো তৃণমূল নেত্রী সাফল্য চেখেছিলেন। তাহলে জোটের বেলায় কি অন্তরায় ঘটল? এখানে যে বিষয়টি সামনে আসে তা হল ১৯৯৮ সালে তৃণমূল আনুষ্ঠানিকভাবে ময়দানে নামলেও তলে তলে এর বহু আগে থেকেই মমতাকে ঘিরে এক বৃত্ত তৈরি হয়ে গিয়েছিল তৎকালীন কংগ্রেসে। আর এই বৃত্ত নেতাদের মৌরুসিপাট্টার নয়, আম কংগ্রেস কর্মীদের সমর্থনে বলীয়ান বৃত্ত। যার স্থাপনা হয়েছিল সিপিএম বিরোধী নানা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। ভেজাল তেলে মৃত্যু নিয়ে আন্দোলন, রবীন্দ্র সরোবর বাঁচাও থেকে মহাকরণ অভিযান এইরকম বহু আন্দোলনের ফসল কুড়িয়েছে নবতম দল তৃণমূল। তাও দল গঠনের এক যুগ অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর রাজ্যে বাম সরকারকে সরাতে সক্ষম হয় তৃণমূল। এর নেপথ্যেও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন পর্বকে। আর এই জায়গাটাতেই বিশাল খামতি রয়েছে হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা জোটের। যার পরিণামে শতাধিক আসনের সম্মানজনক গন্ডিও পেরতে পারেনি তারা।

বর্ষার আগমনী বার্তায় চাঙ্গা শেয়ার বাজার

শুদ্ধাশিস গুহ

বর্ষার ভালোমন্দের ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করে আমাদের মতো দেশে। বিশেষ করে চাষবাসের ওপর নির্ভরশীল দেশের কাছে বর্ষার সুসমতা একটা আলাদা তাৎপর্য বহন করে। খুশির খবর এই যে এবারে সারা দেশজুড়ে ভালো বর্ষা হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন। এতেই যেন ময়ূরের মতো পেখম তুলে নাচতে শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। কারণ ভারতের মতো দেশে বর্ষার পর্যাপ্ততা সরাসরি প্রভাব ফেলে। গত এক দুবছরে বর্ষা ব্যাপক ভুগিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়াকে। ঠিকমতো বৃষ্টি না হওয়ার ফলে চাষবাষের অবস্থা হয়ে উঠেছে তথৈবচ। ভিলেন হিসাবে ভারতীয় আকাশে দুর্ভাগ্যের ছাতা মেলে ধরেছে এল নিনো নামক এক কল্পিত দুষ্টু বালক। যার অত্যধিক নড়াচড়া ভারতীয় প্রকৃতির দফারফা করে ছেড়েছে। এই দিক থেকেই এবারে ভালো বর্ষা হওয়ার খবর অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে বর্ষার মন্দায় আক্রান্ত ভারতের চাষাবাদ ব্যাপক সঙ্কটের মুখে পড়েছে গত কয়েকবছরে। যে সময় বৃষ্টি হওয়ার কথা সেসময় দেখা গিয়েছে ঠাঠা রোদ। আবার ভরপুর শীতের মরসুমেও অঞ্চল বিশেষে ঘামতে হয়েছে ভারতবাসীকে। মানে সর্বত্র একটা অস্বাভাবিকতার পরিমন্ডল বিরাজ করেছে পুরো দেশ জুড়ে। সেদিক থেকে বর্ষার আগমনী বার্তা অন্য মাত্রা দিতে পারে অর্থনীতিকে। মনে রাখা প্রয়োজন গত এক–দুবছর বর্ষার বিশৃঙ্খলা, বৃষ্টির ঘাটতি সবমিলিয়ে একেবারে ল্যাজেগোবরে হতে হয়েছে ভারতীয় অর্থনীতিকে। সেদিক থেকেও অনেকটাই ছাড় মিলতে পারে এবার। বর্ষার প্রতুলতা যেহেতু ভারতীয় অর্থনীতির ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে তাই দেশের শেয়ার বাজারের প্রধান সূচক নিফটি গত কয়েকটি ট্রেডিং সেশনে বহুদিন পর ৮ হাজারের গণ্ডি অতিক্রম করেছে। এমনকি গত এই সপ্তাহের প্রথম ট্রেডিং দিবসে নিফটি তো ৮২০০ ছুঁয়ে ফেলেছে। নিঃসন্দেহে ভারতীয় শেয়ার বাজারের এক বিশাল অগ্রগতি হিসাবে দেখা হচ্ছে একে। উল্লেখ গত ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতীয় নিফটি তলানিতে এসে ঠেকে গিয়ে দাঁড়ায় ৬৮০০–র কাছে। এটা রীতিমতো অশনীসঙ্কেত বহন করে এনেছিল তৎকালীন সময়ে। এর মধ্যে আবার প্রেক্ষাপট পালটাতে থাকে। অর্থাৎ ওই জায়গা থেকে বটম আউট করে ভারতীয় সূচকগুলি আসতে আসতে উর্দ্ধগামী হতে থাকে। এর জেরে কিছুদিন আগে ৮ হাজারের কাছে গিয়েও নিফটি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ফিরে আসে ৭৬০০–র কাছে। পুরো ভারতীয় বাজার জুড়ে শোনা যাচ্ছিল তীব্র পতনের গল্প তখন কোন এক মন্ত্রবলে ফের বেড়ে চলেছে ভারতীয় সূচক। উপর্যুপরি এই বাড়া শুধু অব্যাহত আছে তা নয়। গত দুদিনে আট হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে নিফটি ওপরে থেকেছে তাও যথেষ্ট আশ্চর্যের। দীর্ঘ প্রায় তিন–চার মাস নিফটি রগড়েছে এই সাত হাজারের ঘরে। এমনিতেই ৮ হাজার ভাঙার পর নিফটির তলদেশ কতটা নিচে হতে পারে তা নিয়েই বিশেষজ্ঞরা সব গল্প মারছিলেন। এমনকি ৬৩০০ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল নিফটির অন্তিম বেস লেবেল হিসেবে। সেখানে তার অনেকটা আগে থেকেই প্রত্যাঘাত করে বুলরা। বলাবাহুল্য যে বিদেশিদের ক্রমাগত বিক্রির জেরে বাজার পড়েছিল তারাই আবার ব্যাপক হারে কিনছে এদেশের বাজারে।

এখানেই অস্টমাশ্চর্য। এই সপ্তাহের প্রথম দিনেই বুলদের মুখে বেশ হাসিহাসি ভাব। ভাবখানা এমন বেয়ারদের আধিপত্য বা নেতিবাচক সব ব্যাপার স্যাপার বাজার থেকে এবার উধাও। সামনে ভরপুর তেজিয়ান বাজার। এটা হতে পারে আপাতত কয়েকটা দিন বাজার এই উর্দ্ধমুখী প্রবণতা ধরে রেখে আরও কিছুটা ওপরে উঠল। সেক্ষেত্রে নিফটি অন্ততপক্ষে ৮৪০০–৮৪৫০–এর কাছেপিঠে পৌঁছাতে পারে। এর ওপর যাওয়ার মতো জ্বালানী এই মুহূর্তে বাজারের সংগ্রহে নেই বলেই মনে হচ্ছে। হতে পারে ওই জায়গায় পৌঁছানোর পর থেকে আবার একবার নিচের সাপোর্ট নিতে আসবে বাজার। তাহলে বাজার আবারও আট হাজারের ঘর ভেঙে নিচে আসতে পারে। সেসময় হতে পারে নিফটি একধাক্কায় বড় সাপোর্টের জায়গা অর্থাৎ ৭৭৫০–৭৮০০–র কাছে চলে যেতে পারে। এতদিন পর্যন্ত আট হাজারের সাপোর্ট বাজার নিলেও এটা তো ঠিক যে ৮০০০ ছিল সাইকোলজিক্যাল বা মনস্তাত্ত্বিক সাপোর্ট। হতে পারে সাত হাজার আট–শোর কাছেই লুকিয়ে রয়েছে ভারতীয় অর্থ বাজারের আসল প্রাণভোমরা। ওখান থেকেই হয়তো কামব্যাক করবে বাজার। প্রমাণ করে দেবে ভারতের বুল রানের যে গল্প তা অব্যাহতই আছে। মাঝে কিছুদিনের মন্দা দেখা দিয়েছিল বার্ষিক ফলাফলের নিম্নগামিতা, অপর্যাপ্ত বর্ষার পূর্বাভাষ ইত্যাদি কারণে। আসতে আসতে সেই সমস্যা মেটার সম্ভাবনা তৈরি হওয়াতে বাজার আবার দম ফিরে পেয়েছে।

বর্ষা নিয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে বা বৃষ্টি কম হওয়ার ভবিষ্যতবাণী তা নতুন নয়। আবহাওয়ার পরিবর্তন, এল নিনোর উপস্থিতি, বিশ্ব উষ্ণায়নের মতো জটিল কারণের দ্বারা অনেকবার রুদ্ধ হয়েছে স্বাভাবিক বৃষ্টির পরিধি। পরে অনেকসময়ই দেখা গিয়েছে বৃষ্টির প্রাবল্য এসে এই আপাত সঙ্কট দূর করেছে। সেই ক্রিকেট ম্যাচের স্লগ ওভারের কেস আর কি। যেখানে প্রথম দিকের ব্যর্থতা ঢেকে দেয় পরের দিকের স্লগ ওভারের চালিয়ে খেলা। যদিও আবেগের ঘনঘটায় না ভেসে সাবধানতা আবশ্যক। না হলে সেই ক্ষতি আর ক্ষতিপূরণের পুরনো গল্প।

এই মুহূর্তে বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ বলছেন এই বাজারকে অন্ততপক্ষে ৮৩৮০–র ওপরে গিয়ে থিতু হতে হবে। এখানে একটা জিনিস দেখা খুব জরুরি। টেকনিক্যাল পরিভাষা মেনে যে বা যারা কাজ করেন তাদের কাছে ইতিবাচক কিছু উপাদানও জুটে গিয়েছে। এই যেমন বাজার সেই আট হাজার টেস্ট করার অব্যাবহিত পর থেকেই একটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে নিফটি আগের দিনে যে লো বা নিচু অবস্থান করছে পরের দিন তা তো ভাঙছেই না বরং কিছুটা ওপরেও থেকে যাচ্ছে। ওপর দিকে ওঠার ক্ষেত্রেও নয়া নয়া উচ্চতার তলাশ চালাচ্ছে বাজার। নিঃসন্দেহে এই ঘটনা বাজারের পক্ষে ভালো। মনে করা যেতেই পারে ভারতীয় নিফটি আট হাজারের ঘরে মোক্ষম সাপোর্ট নিয়ে বসে আছে। এই সাপ–লুডো খেলার কারণ কী? জানতে চাওয়াতে কিছু কিছু অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ একবাক্যে জানাচ্ছেন এটা বাজারের বটমিং বা বেস তৈরি করার সঙ্কেত বহন করছে।

বাজার বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন এইসময় চুপ করে সময়ের জন্য তৈরি হতে হবে। হুট করে কিছু কিনতে গেলে পরে পস্তাতে হতে পারে। কারণ আজ ভালো শেয়ারের দাম এত নিচে চলে আসায় যদি আপনি লাফিয়ে উঠে কিছু কিনতে যান তাহলে হতে পারে সেটির দাম আরও পড়ে গেল। এই ধরণের পরিস্থিতিতে প্রায়শই ট্রেডাররা বটম ফিশিং করে থাকেন। ঘোলা জলে মাছ ধরা বা নিম্নতল ভেবে মৎস শিকার করতে যাওয়া শেয়ার বাজারের নিরিখে খুব খারাপ অভ্যেস। কারণ এই বাজার হল সমুদ্রের মতো। এর কোনটা যে অবতল আর কোনটা উচ্চতল তা বোঝা বেশ দুষ্কর। এটা ঠিক সামনে ভালো কোম্পানির শেয়ার কম দামে দেখলে হবে নিজস্ব বুদ্ধি এবং বিবেক কি বলছে তার ওপর। শেয়ার বাজারে যেমন লাভ করা সম্ভব তেমন আবার কঠিন পরিস্থিতিতে এই বাজার সবসময় আপনার সঙ্গে ঠিকঠাক ব্যবহার নাও করতে পারে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিপরীতধর্মী পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়। তাতেই হয়তো লাভবান হওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। এর ওর কথায় ট্রেড করতে যাওয়া একদমকেনার জন্য হাত নিশপিশ করতে থাকে। এখানেই একটু সংযমী হওয়া প্রয়োজন। কারণ ভুল ট্রেডের দ্বারা আপনার পুঁজি অরক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। সম্পদ বা শেয়ার সুরক্ষিত রাখতে এই সময়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ভালো কাজ দেয়। একইভাবে তার সঙ্গে যোগ করতেউচিত নয়। যার জন্য আপনার সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বাজার যখন পড়ে তখন অপেক্ষা করা যেমন শ্রেয় তেমনই আবার প্রতিটি উত্থানে বিক্রি করাটাও অভ্যেসে পরিণত করতে হবে। বলাইবাহুল্য এই কথা প্রযোজ্য যারা রোজকার লগ্নিকারী। তলদেশ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর পর যে হাজার পয়েন্টের বেশি বেড়েছিল তাতে একটা সংশোধনী অবসম্ভাবী ছিল। সেই শূন্যস্থান পূরণ করায় বড় ভূমিকা নেয় বিশ্ব শেয়ার বাজারে অকস্মাৎ ঘনিয়ে ওঠা কারেকশন।

অর্থনীতি

ঘোলা জলে মাছ ধরা বা নিম্নতল ভেবে মৎস শিকার করতে যাওয়া শেয়ার বাজারের নিরিখে খুব খারাপ অভ্যেস। কারণ এই বাজার হল সমুদ্রের মতো। এর কোনটা যে অবতল আর কোনটা উচ্চতল তা বোঝা বেশ দুষ্কর।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৪ জুন – ১০ জুন, ২০১৬

মেষ : ক্রোধকে সংযম করার চেষ্টা করুন। ধৈর্য্য হারাবেন না। উন্নতি অবশ্যই হবে। মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য লাভ করবেন। বন্ধুরা আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পেলেও কর্মস্থলে কিছু গোলযোগ লক্ষিত হবে।

বৃষ : গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে ভালফলের আশা করা যায়। রক্তের চাপ বৃদ্ধির পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আত্মীয়–স্বজনরা আপনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করবে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে যোগটি শুভদায়ক, লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন।

মিথুন : সাহিত্যিক বা কবিদের এবং শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভফল দায়ক। প্রেম–প্রণয়ের পক্ষে সময়টি আশানুরূপ বলা যেতে পারে। মানসিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ লক্ষ্য করা যায়। লেখাপড়ায় মনের মতন ফল পাবেন। পাকাশয়ে পীড়ার যোগ রয়েছে। আয় ভালই হবে।

কর্কট : অতিরিক্ত খরচের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়বেন। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে যাবেন না। কর্মস্থলে সতর্ক ও সাবধানে চলতে হবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। এখন ভ্রমণে না যাওয়াই ভালো।

সিংহ : বেকারত্বের অবসান হবে। যারা কর্মে লিপ্ত তাদের পদোন্নতির যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে মনের মত ফল পাবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে কিছুটা গোলযোগ রয়েছে। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। কথাবার্তায় সংযত হতে হবে।

কন্যা : অত্যাধিক মানসিক চিন্তার জন্য শরীর খারাপ হয়ে যাবে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে, আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। মাতার সাহায্যলাভ করবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে। ফলে বিপদের আশংকা।

তুলা : ব্যবসাবাণিজ্যে যথেষ্ট শুভ ফল পাবেন। ভাগ্যন্নতির যোগ রয়েছে। সুনামে বাধা এবং দৈবদুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। দায়িত্ব কর্তব্যমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। অর্শ–আমাশয়ে কষ্ট পাবেন।

বৃশ্চিক : শরীর ভাল যাবে না। মাথা গরম না করে বুদ্ধি করে কাজ করার চেষ্টা করুন, ভাল হবে। তীর্থে ভ্রমণযোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় সফলতার যোগ রয়েছে।

ধনু : পানাহারে যথেষ্ট সাবধান থাকতে হবে। যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বাধা–বিঘ্নের মধ্যে দিয়েও আপনি অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন না।

মকর : শরীর আপনার ভালো যাবে না। ব্যবসায় মনের মত ফল পাবেন না। বন্ধু বান্ধবদের থেকে সাবধান থাকতে হবে। লেখাপড়ায় মিশ্র ফল পাবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ লক্ষিত হয়। দায়িত্বমূলক কাজে এগিয়ে না যাওয়াই ভালো।

কুম্ভ : ভ্রাতা ভগিনীদের সাথে গোলযোগ ঘটতে পারে। অর্থনৈতিক বিষয়ে কিছু বাধা লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে। দৈব দুর্ঘটনার যোগ। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন।

মীন : শিক্ষায় সাফল্য এবং অগ্রগতির যোগ রয়েছে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। নতুন নতুন যোগাযোগ আসবে। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে।

তারাতলায় হোটেল ম্যানেজমেন্টের তিন কোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : হোটেল ম্যাজেনমেন্ট সংক্রান্ত একটি পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ও দুটি সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তি নেবে তারাতলার ইনস্টিটিউট অব হোটেল ম্যানেজমেন্ট কেটারিং টেকনোলজি অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড নিউট্রিশন। এটি কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান। কোর্সগুলি ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর হোটেল ম্যানেজমেন্ট, কেটারিং টেকনোলজি কর্তৃক স্বীকৃত।

কোর্স অনুসারে মেয়াদ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা : অ্যাকোমোডেশন অপারেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা : কোর্সটি দেড় বছরের। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক। বয়স : ১–৭–২০১৬ তারিখে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

ফুড প্রোডাকশন অ্যান্ড প্যাটিসারির ক্রাফটম্যানশিপ কোর্স : কোর্সটি দেড় বছরের।

ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিসের ক্রাফটম্যানশিপ কোর্স : কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস।

উপরোক্ত দু'টি কোর্সের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। বয়স ১–৭–২০১৬ তারিখে ২২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

তফসিলি জাতির প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রছাত্রীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য।

নিয়মানুসারে সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে। প্রার্থী বাছাই করা হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। অ্যাকোমোডেশন অপারেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এবং ফুড প্রোডাকশন অ্যান্ড প্যাটিসেরির কোর্সের জন্য ইন্টারভিউ ২৯ জুন।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করতে পারেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.ihmkolkata.org এছাড়াও ফি বাবদ ৫০০ টাকার বিনিময়ে যে–কোনও কাজের দিন বেলা ১১টা থেকে ৩টে পর্যন্ত ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে এই ঠিকানা থেকে : পি–১৬, তারাতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০৮৮।

যাঁরা ওয়েবসাইট থেকে ফর্ম ডাউনলোড করবেন তাঁদের ক্ষেত্রে পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে ফি বাবদ দিতে হবে ৫০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট। সেক্ষেত্রে ডিমান্ড ড্রাফ্টটি 'Institute of Hotel Management'–এর অনুকূলে এবং কলকাতায় প্রদেয় হতে হবে। ফর্ম পাওয়া যাবে ১৭ জুন পর্যন্ত। যথাযথভাবে আবেদনপত্র পূরণ করে স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে জমা দিতে হবে প্রতিষ্ঠানের উপরোক্ত ঠিকানায় ২৪ জুনের মধ্যে।

নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশিত হবে ১ জুলাই, প্রতিষ্ঠানের নোটিস বোর্ডে। ভর্তি নেওয়া হবে ৪ জুলাই থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত। কোর্স শুরু হবে ১৮ জুলাই থেকে।

আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবেন

- বয়সের প্রমাণপত্রের নকল।
- শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্রের নকল।
- সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সার্টিফিকেট নকল।
- ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো।

নার্সিং কোর্সে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারির ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নেবে শ্রীঅরবিন্দ সেবাকেন্দ্রের স্কুল অব নার্সিং। এই কোর্সটি ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল এবং ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল দ্বারা স্বীকৃত। শুধুমাত্র মহিলা প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীদের বিগত ৫ বছর পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৪০ শতাংশ নম্বর–সহ উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। বিজ্ঞান শাখার প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স : ১–৯–২০১৬ তারিখে ১৭ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে।

৩৫০ টাকার বিনিময় ফর্ম এবং প্রসপেক্টাস সংগ্রহ করতে হবে প্রতিষ্ঠানের অফিস থেকে যে–কোনও কাজের দিন (রবিবার বাদে) সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে। ফর্ম পাওয়া যাবে ১০ জুন পর্যন্ত। সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ পূরণ করা ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫ জুন, বিকেল ৫টার মধ্যে। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা : ১ এইচ, গড়িয়াহাট রোড (দক্ষিণ), যোধপুর পার্ক, কলকাতা ৭০০ ০৬৮।

ফোন : (০৩৩)৪০১৭–১৫২৯/২২। ওয়েবসাইট : www.sask.co.in

ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ায় ৪১৭ স্পেশ্যালিস্ট অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪১৭ জন স্পেশ্যালিস্ট অফিসার নেবে ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। নিয়োগ হবে অফিসার–ক্রেডিট ও ম্যানেজার পদে, যথাক্রমে জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট গ্রেড স্কেল–ওয়ান এবং মিডল ম্যানেজমেন্ট গ্রেড স্কেল–টুয়ে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা। এই নিয়োগের প্রজেক্ট নম্বর : 2016–17/1.

পোস্ট কোড ০০১ : অফিসার–ক্রেডিট : শূন্যবদ ২১৭টি (সাধারণ ১১৭, তফসিলি জাতি ২৪, তফসিলি উপজাতি ২৪, ওবিসি ৫২)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ দৃষ্টি ও অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য এবং ১১টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। পোস্ট কোড ০০২ : ম্যানেজার : শূন্যপদ ২০০টি (সাধারণ ১০৩, তফসিলি জাতি ৩০, তফসিলি উপজাতি ১৫, ওবিসি ৫২)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ দৃষ্টি, শ্রবণ ও অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : উভয় পদের ক্ষেত্রেই মোট অন্তত ৬০ শতাংশ (তফসিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ) নম্বর–সহ বিকম। সঙ্গে কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে এমবিএ অথবা বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বা বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা আইসিডব্লুএ থাকলেও আবেদন করা যাবে। অফিসার–ক্রেডিট পদের ক্ষেত্রে ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। তবে সেক্ষেত্রে ৩১ আগস্টের মধ্যে চূড়ান্ত রেজাল্ট ঘোষণা হয়ে থাকতে হবে।

বয়স : ১–৪–২০১৬ তারিখে অফিসার–ক্রেডিট পদের ক্ষেত্রে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে এবং ম্যানেজার পদের ক্ষেত্রে ২৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : অফিসার–ক্রেডিট পদের ক্ষেত্রে ২৩,৭০০–৪২,০০০ টাকা এবং ম্যানেজার পদের ক্ষেত্রে ৩১,৭০৫–৪৫,৯৫০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। তবে কর্তৃপক্ষ মনে করলে ইন্টারভিউয়ের আয়োজনও করতে পারে। পরীক্ষায় থাকবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (ব্যাঙ্কিং শিল্পে অগ্রাধিকার–সহ) ও ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশ্ন। মোট নম্বর ১৫০। সময়সীমা আড়াই ঘন্টা। প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.bankofindia.co.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ জুন। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (জেপিজি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০–৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালির বলপেনে করা সই (জেপিজি বা জেপেগ ফর্মাটে ১৪০×৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ১০–২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ জমা দিতে হবে ৬০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। অনলাইনে ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পরে ই–রিসিপ্ট এবং পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন।

এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন, পরে প্রয়োজন হবে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **বেড়াচাঁপা**– সজল দাস ● **মাতিয়া বাসস্ট্যান্ড**– শম্ভুনাথ বিশ্বাস ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

সুন্দরবনের মউলিদের জন্য সরকারি বিমা চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : সুন্দরবন জুড়ে চলছে মধু সংগ্রহের কাজ। সুন্দরবনের মউলিদের (যাঁরা জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করেন) কাছে বৈশাখের শেষ সপ্তাহ থেকে মধু মাসের শুরু। কারণ এই সময়ে গভীর জঙ্গলে গিয়ে মধু সংগ্রহের কাজ করেন তাঁরা। চলবে জ্যৈষ্ঠ মাস জুড়ে। বসন্তের শেষ থেকে জঙ্গলের গাছে নতুন পাতা গজায়।

পাশাপাশি বুনোগাছে ফুল ভরে যায়। বুনোগাছের ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করতে জঙ্গলে হাজির হয় মৌমাছির দল। সুন্দরবনের গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি, মথুরাপুর ও পাথরপ্রতিমা ব্লকের বাসিন্দারা মূলত এই কাজ করে থাকেন। গভীর জঙ্গলে যাওয়ার জন্য বনদপ্তরের বৈধ অনুমতিপত্র লাগে। এবার প্রায় ৫০ জনকে মধু সংগ্রহের জন্য জেলা বনদপ্তরের পক্ষ থেকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই কাজে সবসময় থাকে জীবনের ঝুঁকি। মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে কমবেশি সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মুখোমুখি হতে হয় মউলিদের। বনদপ্তরের হিসেব অনুযায়ী প্রতিবছর কমবেশি ৪ থেকে ৫ জন মউলির বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হয়। গতবছর কুলতলির দেউলবাড়ি গ্রামের ২ মউলির মৃত্যু হয়েছিল বাঘের আক্রমণে।

চলতি বছরে বাসন্তীর এক মউলি বাঘের আক্রমণে গুরুতর জখম হয়েছেন। এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। গভীর জঙ্গলের বিপদের কথা ভেবে 'জনতা বিমা'। এছাড়া প্রত্যেক মউলিকে বিশেষ মুখোশ দেওয়া হয়েছে বনদপ্তর থেকে। এই মুখোশ উল্টোদিক করে পরে মধু সংগ্রহের কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে মউলিদের। মউলদের থেকে মধু কিনে নেয় বনদপ্তর। সরকারি মূল্য হিসেবে এবার কেজি প্রতি ১০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এবছর ৬৫ মেট্রিক টন মধু সংগ্রহ হবে বলে বনদপ্তরের অনুমান। বাড়ির পুরুষেরা যখন মধু সংগ্রহের কাজে জঙ্গলে থাকেন, তখন বাড়ির মহিলারা কার্যত অশৌচ পালন করেন। কারণ মহিলাদের বিশ্বাস, এইসময় বিপদের মধ্যে থাকেন ঘরের পুরুষেরা। বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য এ এক ধরনের ব্রত। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জঙ্গলের দেবতা বনবিবির কাছে মানত করেন বাড়ির মহিলারা। সারাবছর মউলিরা অন্য কাজ করলেও এই দু'মাস মধু সংগ্রহের জন্য জঙ্গলই ঘর-সংসার। বাড়ির পুরুষেরা মধু সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরলে বাদাবনের বাড়িতে বাড়িতে শুরু হয় পরব। পাথরপ্রতিমার আদিবাসীপাড়ার মউলি সত্যচরণ ভক্তা বলেন, 'জঙ্গলে গিয়ে চাক ভেঙে মধু সংগ্রহ নেশার মতো। বাঘের ভয়তো থাকবেই। তার জন্য জঙ্গলে আমরা দল বেঁধে থাকি। সঙ্গে থাকে লাঠি, লোহার শিক। মুখে আওয়াজ করতে করতে আমরা জঙ্গলে ঢুকে যাই।'

দীপক-এ মজে ডায়মন্ড হারবার

মেহেবুব গাজী

রাজ্যের চারিদিকে যখন তৃণমূল কংগ্রেসের জয়গান ঠিক তেমনই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবারের মানুষের সবার কাছে একটাই নাম দীপক হালদার। দ্বিতীয়বারের জন্য জয়ী হয়েই দীপক হালদার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকার মানুষের সাথে যোগাযোগ শুরু করে দিয়েছে। বিভিন্ন এলাকার বাকি থাকা কাজ ও আগামী দিনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে। বিভিন্ন এলাকা ভিত্তিক নেতৃত্বদের সাথে প্রতিনিয়ত মিটিং চলছে, সকালের প্রথম সময় থেকে রাতে বাড়ি ফেরার পরও ব্যস্ততার মধ্যে থাকছে বিধায়ক দীপক হালদারের। ডায়মন্ড হারবারে কিছু নতুন জিনিস নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন। বহুদিনের পুরানো ইতিহাস নিদর্শন কেল্লাকে তিনি আরও সাজিয়ে তুলবে।

ডায়মন্ড হারবারে পর্যটন শিল্পকে জোর দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন। একান্তভাবে তিনি জানান যে গত দিনগুলিতে আমি যেভাবে মানুষের পাশে ছিলাম এবারেও আছি আগামী দিনে থাকব এই অঙ্গীকার করছি। কোনও রাজনৈতিক রঙ দেখে নয় মানুষের যে কোনও অসুবিধাতে আমি থাকব এবং আমার ডায়মন্ড হারবার সহ বিভিন্ন এলাকাকে আরও নতুনভাবে সাজিয়ে তুলব। বিরোধী বলে আমার কেউ নেই, আমি তাদেরই বিরোধী বলি যারা মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নকে চোখে দেখতে পায় না ও কাজে বাধা দেয়। জনতা পুনরায় যে আমাকে ও আমাদের সবার মা মাটি মানুষের সরকারকে ফিরিয়ে এনেছে এর জন্য সকল ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার মানুষকে আন্তরিকভাবে নমস্কার জানাই।

স্কুলছাত্রী অপহৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি : টিউশন পড়তে যাওয়ার পথে এক স্কুল ছাত্রীকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। নিখোঁজ ছাত্রী রেক্সনা খাতুন ডায়মন্ড হারবার থানার চাঁদার বাসিন্দা। ঘটনার পর থেকে উস্তি থানার উত্তরকুসুমের বাসিন্দা অভিযুক্ত মইমুর গাজী ও তার দলবল পলাতক। ছাত্রীর বাবা সেলিম মন্ডলের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ শনিবার রাত পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ, 'লিখিত অভিযোগ জানানোর পর থেকে একাধিকবার পুলিশের দ্বারস্থ হলেও ছাত্রীকে উদ্ধারের পাশাপাশি অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।' ফলে উদ্বিগ্ন ছাত্রীর পরিবার।স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, বছর চোদ্দর ওই ছাত্রী ডায়মন্ড হারবার গালর্স হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ত। ভাই-বোনেদের মধ্যে ছোট ছাত্রী পড়াশুনায় মেধাবী ছিল। ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ, স্কুল ও টিউশন পড়তে যাওয়া-আসার রাস্তায় প্রায়শই ছাত্রীকে কটুক্তি করত মইমুর গাজী ও তার দলবল। সোমবার সকালে টিউশন পড়তে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বার হয় ছাত্রী। ওই দিন সন্ধে পর্যন্ত বাড়িতে না ফেরায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন পরিবারের লোকজনেরা। পরদিন মঙ্গলবার ছাত্রীর বাবা সেলিম মোল্লা ডায়মন্ড হারবার থানায় অভিযুক্ত মইমুর ও তার দলবলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তারপর থেকে ছাত্রীর আর কোনও খোঁজ মেলেনি। ছাত্রীর বাবা মইমুর গাজী কলকাতার কারখানায় কাজ করেন। তাঁর অভিযোগ, 'ওই যুবকের বন্ধুদের কাছ থেকে জানার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের কাছে মইমুর ও তার দলবলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করি। পাঁচদিন কেটে গেলেও মইমুরকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি মেয়েকে উদ্ধারের পদক্ষেপ নেয়নি পুলিশ। এখন আমি ও আমার পরিবার অসহায় অবস্থায় রয়েছি। মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে অভিযুক্ত যুবকেরা ভিনরাজ্যে বিক্রি করে দিতে পারে।' জেলার এক পুলিশ কর্তা জানান, 'অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নাবালিকাকে অপহরণের মামলা রুজু করা হয়েছে। নাবালিকাকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হচ্ছে। অভিযুক্তের খোঁজ চলছে।'

ভেড়ি দখলে গুলি, গ্রেফতার ১

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

সোনারপুরের খেয়াদা পঞ্চায়েত-২ নম্বর কাটিপোতায় গুলি কান্ডে গ্রেফতার হল এক ব্যক্তি। কয়েকদিন আগে কাঁটিপোতায় তৃণমূলের দু দলের মধ্যে বোমা ও গুলি চলে লাগাতার। গন্ডগোল হয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য উমা বাগের দল বনাম সজল মন্ডলের গোষ্ঠীর মধ্যে। এই গন্ডগোলের সূত্রপাত হয় ভেড়ি দখল নিয়ে। সোনারপুর খেয়াদা, কাটিপোতায় চলছে লাগাতার জলা জমি ও ভেড়ি ভরাট এবং মাটি কাটার ব্যবসা। ৩১ মে ভোর রাতে ১টায় রানা ভুতিয়া থেকে অজয় বরকে গ্রেপ্তার করে সোনারপুর থানার পুলিশ অফিসারেরা। সেদিন সকাল ১১টায় বারুইপুর কোর্টে তোলা হয়। বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতে থাকার নির্দেশ দেন। বহুদিন ধরে কাটিপোতায় ভেড়ি দখল নিয়ে বোমা বাজি ও গুলির লড়াই চলে এটা নতুন কিছু নয়। সেদিনের গুলি ঘটনায় পুলিশ মোট ১৫ জনকে খুঁজছে। এরা সবাই এলাকা ছাড়া। এদের ছোড়া বোমা (যেগুলো ফাটেনি) নিষ্ক্রিয় করতে গিয়ে বোমা ফেটে তিন পুলিশকর্মী আহত হয়। সেই গুলি কান্ডে জড়িত অজয় বরকে জেরা করে এবং সোর্স মাধ্যমে একে একে প্রত্যেকেই গ্রেপ্তার হবে বলে বারুইপুর এসডিপিও অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান। সোনারপুর থানার আইসি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, কিছু দিনের মধ্যে বাকি সকলেই ধরা পড়বে। এর মধ্যে ওই সব এলাকার লোকজনদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ এসেছে ইতিমধ্যে সুজয়বাবু থানায় ডেকে এনে ধমকে লাস্ট ওয়ার্নিং দিয়েছেন। এরা সবাই তৃণমূল করে। থানার বাইরে এসে রাগে ফেটে পড়ে। কিন্তু কিছু করার উপায় নেই। এদেরকে বোঝাতে আরম্ভ করে জেলা পরিষদের সদস্য রঞ্জন বৈদ্য। তিনি বলেন কোনও রকম ঝামেলা বরদাস্ত করবে না সোনারপুর থানার পুলিশ।

সোনারপুর

উস্তিতে নাবালিকা ধর্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বছর দশের ওই ছাত্রীকে ডায়মন্ডহারবার মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রবিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে উস্তির সংগ্রামপুরের কালিকাপোতায়। ধৃত মিঠু ওরফে উলফাতুন গাজি পদ্মের হাটের বাসিন্দা। ধৃতকে সোমবার ডায়মন্ডহারবার মহকুমা তোলা হলে ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ছাত্রী কালিকাপোতায় মামার বাড়িতে এসেছিল। এদিন বিকেলে বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিল সে। সেইসময় লজেন্স দেওয়ার নাম করে অভিযুক্ত মিঠু গ্রামের একটি নির্মীয়মান বাড়িতে নিয়ে যায় ছাত্রীকে। এই নির্মীয়মান বাড়ি তৈরির শ্রমিক হিসেবে কাজ করত মিঠু। অভিযোগ, এরপর ছাত্রীর হাত, পা ও মুখ বেঁধে ধর্ষণ করে। ধর্ষণ করায় প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে শুরু করে ছাত্রীর। সেইসময় অভিযুক্ত যুবক ভয় পেয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময় ঘটনার কথা ও অভিযুক্তের নাম জানালে প্রাণে মারার হুমকি দেয় মিঠু। এরপর সন্ধে নাগাদ নির্মীয়মান বাড়ি থেকে অচৈতন্য ছাত্রীকে উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। প্রথমে বানেশ্বরপুর হাসপাতাল ও পরে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় ছাত্রীকে। নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ, উস্তি থানার অফিসাররা প্রথমে অভিযোগ নিতে চায়নি। পরে রাতে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হয়। রাতেই গ্রেপ্তার হয় মূল অভিযুক্ত মিঠু।

খালের শিলান্যাস

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে কৃষি ও মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়নে রাজ্যের জলসম্পদ দফতরের উদ্যোগে ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মঙ্গলবার বাঁশড়া অঞ্চলে প্রায় ৩ কিমি খাল নির্মাণের শিলান্যাস করেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল। শ্যামলবাবু বলেন সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং। দিনের পর দিন সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই সর্বস্তরে কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্য সরকার একগুচ্ছ প্রকল্পের পরিকল্পনা নিয়েছে। রাজ্যের জলসম্পদ দফতরের উদ্যোগে এই নবনির্মিত খালের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে প্রায় ১০ হাজার কৃষক ও মৎস্যজীবীরা উপকৃত হবেন। তিনি আরও বলেন বাঁশড়া অঞ্চলের গৌড়দহ, কলারিয়া, শ্রীকৃষ্ণপুর, টংঙ্গারবেড়িয়া মৌজায় প্রান্তিক কৃষকরা বেশি করে উপকৃত হবেন।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ডাকাতি

অভীক মিত্র, মল্লারপুর ও রামপুরহাট (বীরভূম) : বীরভূম জেলার মল্লারপুর শাখার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে দিনে দুপুরে ঘটল দুঃসাহসিক ৩৫ লাখের ডাকাতি। ফের প্রশ্নের মুখে বীরভূমের ব্যাঙ্কগুলির নিরাপত্তা। ২৩ মে সোমবার দুপুর ১টা ১৫ মিনিট নাগাদ গ্রাহক সেজে ৬ থেকে ৭ দুষ্কৃতী ব্যাঙ্কে ঢোকে। তারা বাংলা-হিন্দি মিলিয়ে কথা বলছিল। গেটে নিরাপত্তারক্ষী ছিল না। তখন ব্যাঙ্কের ভিতর থাকা ১০ থেকে ১২ জন মতো গ্রাহক ছিল। প্রথমে ডাকাতরা গ্রাহকদের মোবাইল কেড়ে নেয়। তারপর ক্যাশিয়ার সারদারঞ্জন মিশ্রের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ম্যানেজারের ঘরে নিয়ে যায়। ৪০ মিনিট ধরে তান্ডব নৃত্য চলে দুষ্কৃতীদের। সিসি ক্যামেরার কেবল কেটে দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, দুই দুষ্কৃতীর বয়স ৪০ বছর, বাকিদের ৩০ বছরের মধ্যে। ব্যাঙ্কের ভিতর ছিল ছয় জন কর্মী। রাস্তা ফাঁকা ছিল। নগদ প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা, সিসি ক্যামেরার হার্ডডিস্ক খুলে নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। মল্লারপুরের তেমাথা মোড় থেকে বাহিনা মোড় যাওয়ার রাস্তার উপর একটি তিন তলা বাড়ির নিচের তলায় কাপড়ের দোকান, দোতলায় এই ব্যাঙ্কটি। সোমবার দোকান বাজার বন্ধ। দুষ্কৃতীদের মারে অসুস্থ ব্যাঙ্ককর্মী হয়ে পড়েন শঙ্কর। ২০১৬ সালের ১৭ মার্চ রামপুরহাট থানার কাষ্ঠগড়া শাখার পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্কে ৭ লাখ ৪৭ হাজার ১১০ টাকার ডাকাতি হয়েছিল। এখনও কিনারা হয়নি সেই ডাকাতির। রামপুরহাট মহকুমায় ২ মাস ৬ দিনের ব্যবধানে দুটি বড়ো ব্যাঙ্ক ডাকাতি প্রশ্নের মুখে ফেলে দিল ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনকে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়ার উলুবেড়িয়া থানায় ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের রাজবংশী পাড়ায় পুকুরে স্নান করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান এক ব্যক্তি। মৃত ব্যক্তির নাম মদন খাঁড়া। অন্যান্য দিনের মত রবিবার দুপুরে পুকুরে স্নান করতে যাবার সময় রাস্তার বিদ্যুৎপোষ্টের সঙ্গে লাগানো বিদ্যুতের তার আচমকা ছিঁড়ে মদনবাবুর গায়ে পড়লে তিনি মারা যান।

স্থানীয় মানুষজন মদনবাবুকে সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মদনবাবুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুতের তারের কোনও দেখভাল না করবার জন্যে রাস্তায় বসান বিদ্যুৎ স্তম্ভের তারগুলি সব আলগা হয়ে যায় এবং শনিবার রাত্রের ঝড়ে সেই তার আরও আলগা হয়ে যাওয়াতেই এই ভয়াবহ বিপদ ঘটে যায় বলে স্থানীয় মানুষ জনের অভিমত। পুলিশ মৃতদেহ ময়না তদন্তে পাঠায়। পুলিশ পিকেট বসান হয়েছে এলাকার নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে।

উলুবেড়িয়া

শতাধিক আধার কার্ড উদ্ধার উত্তপ্ত মহম্মদবাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি : পোস্ট অফিস নেই, নেই স্থায়ী পিয়ন-কর্মী। বারবার বলেও টনক নড়ে নি প্রশাসনের। শনিবার ও রবিবার মহম্মদবাজার ব্লকের মকদমনগর সার গাদা থেকে কয়েক শতাধিক আধার কার্ড উদ্ধার হয়েছে। মহম্মদ বাজার ব্লকের বিডিও তারাশঙ্কর ঘোষ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। মকদমনগর গ্রামের বেশিরভাগ গ্রামবাসী এখনও পর্যন্ত আধার কার্ড পান নি। তাই এই ঘটনা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মকদমনগর গ্রাম। এইদিনে গ্রামের সার গাদায় গিয়ে দেখা যায়, শয়ে শয়ে পড়ে রয়েছে আধার কার্ড। বিক্ষোভে সামিল গ্রামবাসীরা। উগড়ে দেয় একরাশ ক্ষোভ। ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। ডাক বিভাগের কর্মীদের মধ্যে চলতে থাকে দোষারোপের পালা। সবক্ষেত্রেই আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর আগে বীরভূমে আধার কার্ড নিয়ে অভিযোগ ছিলো, বানান ভুল, ছবি ভুল ইত্যাদি।

কিন্তু মকদমনগরের সার গাদায় দুইদিন ধরে আদার কার্ড উদ্ধার বীরভূমে বড়োসড়ো প্রশ্নের মুখে ফেলে দিলে ডাক বিভাগ ও প্রশাসনকে। যেখানে মকদমনগর গ্রামবাসীদের বেশিরভাগই আধার কার্ড এখনও পর্যন্ত পাই নি বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, রবিবার হেতমপুর গ্রামে এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। মৃত যুবকের নাম রঘু বাগদী (১৯ বছর)। গলায় দাগ ছিল। পরিবারের দাবি রঘুকে খুন করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সার গাদায় আধার কার্ড ও যুবকের অস্বাভাবিক মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠে মকদমনগর ও হেতমপুর গ্রাম।

মহানগরে

গার্ডেনরিচে আরও ২৫ মিলিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী এক বছরের মধ্যে মধ্যেই শহরে গভীর নলকূপের জল সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে চায় পুর প্রশাসন। ইতিমধ্যে অনেকগুলির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। বাকিগুলিরও বিচ্ছিন্ন করার কাজ বছর খানেকের মধ্যেই সম্পূর্ণ হবে। পরিবর্তে শহরের সর্বত্র ভূপৃষ্টস্থ পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের দিকে জোরকদমে এগোচ্ছে পুর-প্রশাসন। এজন্য গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্পে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ২৫ মিলিয়ন গ্যালন জল উৎপাদন প্রকল্পের কাজ চলছে। এর কাজ শেষ হলে গার্ডেনরিচের বর্তমান জল উৎপাদন ক্ষমতা ১৮৫ মিলিয়ন গ্যালনের সঙ্গে এই ২৫ মিলিয়ন যোগ হয়ে গার্ডেনরিচের মোট পরিস্রুত জল উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে দাঁড়াবে ২১০ মিলিয়ন গ্যালনে। সেই কাজ শেষ হলে শহরে ভূগর্ভস্থ পানীয় জলের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যাবে এবং শহরের যাদবপুরসহ তিন থেকে চারটি জায়গায় পরিস্রুত পানীয় জলের যে সমস্যা আছে, সেটিও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে বলে মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় জানান গত ৩০ মে তাঁকে রাজকীয় সংবর্ধনা জানানোর পূর্বে পুর-অধিবেশনে। প্রসঙ্গত, শহরে এ মুহূর্তে পুরসভার নিয়ন্ত্রণে প্রায় ৪০০টি গভীর নলকূপ থেকে ভূগর্ভের জল তোলা হচ্ছে। এরই সঙ্গে পুরসূত্রে জানা যায়, বর্তমানে পলতা জলপ্রকল্প থেকে দৈনিক ২১০ মিলিয়ন গ্যালন পরিস্রুত পানীয় জল শহরবাসীর জন্য সরবরাহ করা হয়।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে ফিরলেন রেজ্জাক মোল্লা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্তমান পরিবর্তনশীল ব্যস্ততার যুগে বিবিধ প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের চাহিদা সর্বাগ্রে। এরকম এক গুরুত্বপূর্ণ সময় আবার রাজ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের দায়িত্ব পাওয়া অতীব ভালো লক্ষণ। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে বিবিধ কাজের প্রচুর সুযোগ রয়েছে, কেবল অভিজ্ঞতাকে ফলপ্রসু করতে হবে। যাঁরা বা যাঁদের কাছে বর্তমান 'মডার্ন ট্রেড' সম্পর্কে একটা পরিষ্কার স্বচ্ছ ধারণ রয়েছে তাঁদের বক্তব্য, বর্তমান সময় ভালো কাজের বিচারে এর থেকে ভালো দফতর হয় না। ১৯৮২ সালে বাম জমানায় প্রথমবার আবদুর রেজ্জাক মোল্লা মন্ত্রী হন। সেই সরকারের আমলেও প্রথমে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের পূর্ণমন্ত্রী হয়েছিলেন আবদুর রেজ্জাক মোল্লা। পরবর্তী সময়ে সুন্দরবন উন্নয়ন দফতর ও তারও পরে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের মন্ত্রিত্ব পান। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে ২৭ মে মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব বন্টনে মুখ্যমন্ত্রী সুচতুরভাবে প্রবীন এই নেতাকে সাড়ে তিন দশক আগের দফতরেই ফিরিয়ে নিয়ে এলেন পুরাতন অভিজ্ঞতাকে আবার কাজে লাগানোর জন্য। এ দফতরের দায়িত্ব প্রসঙ্গে একসময় রেজ্জাক মোল্লা বলতেন, 'আম আর লেবু কচলানো তো আমারই কাজ।'

মেয়র-মন্ত্রীকে রাজকীয় সংবর্ধনা

বরুণ মন্ডল

রামের জন্ম হয়ে গিয়েছে, এবার বাল্মীকিরূপে রামায়ণ লেখার ক্ষমতা অর্জনে গত ৩০ মে মহানাগরিক-মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায় সকালে গেলেন কেন্দ্রীয় পুরভবনের সন্নিকটে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে অগ্নিনির্বাপন দফতরের সদর অফিসে। বিকেলে বিধাননগরের পরিবেশ ভবনে। আর দুপুরটা কাটালেন কেন্দ্রীয় পুরভবনের ঐতিহাসিক অধিবেশন কক্ষে রাজকীয় সংবর্ধনা সভায়। পুরসভার ২০১৬-২০১৭ অর্থবর্ষের ১৩তম পুরঅধিবেশন পুর ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে গেল। এমন অভিনব দৃশ্য কলকাতা পুর ঐতিহাসিক অধিবেশন কক্ষ আগে কোনও দিনই দেখেনি। আইনগত কোনও বাধা নেই তবে আজ পর্যন্ত কোনও দিন না ঘটা ঘটনা পুর ঐতিহাসিক অধিবেশন কক্ষে ২৭ মে পূর্ণমন্ত্রীর আসনে বসা মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়কে পুরসভার তরফে রাজকীয় সংবর্ধনা দেওয়া হল। তবে আয়োজকদের তরফে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার অনুরোধ সত্ত্বেও পুর বিরোধী সদস্যরা ভোট-পরবর্তী সন্ত্রাস বন্ধের দাবিকে সামনে রেখে বামফ্রন্টের ১৫, জাতীয় কংগ্রেসের চার এবং বিজেপির পাঁচ মোট ২৪ জন বাম, কংগ্রেস ও বিজেপি পুরপ্রতিনিধিরা সংবর্ধনা সভা ও প্রীতিভোজ বয়কট করে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান উপলক্ষে এদিন পুরভবনে ছিল এলাহি আয়োজন। মেয়রস গেট থেকে তাঁর ব্যবহৃত সিঁড়ি থেকে কাউন্সিলরস ক্লাব রুম জুড়ে বাহারি ফুলের সুদৃশ্য সমাহার। গোটা ক্লাবরুম জাম্বো কুলারে ঠাসা। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষসহ আরও দু'একজনের তরফে শীতবস্ত্র শাল, মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদারের তরফে ২০টি এ মুহূর্তে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ, মেয়র পারিষদ তারক সিংহের তরফে মিষ্টি ও ফলের ঝুড়ি এবং অন্যান্য পুর প্রতিনিধিরা উত্তরীয় ও ফুলের স্তবক দিয়ে রাজ্যের তিনটি পুর প্রতিনিধিরা উত্তরীয় ও ফুলের স্তবক দিয়ে রাজ্যের তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দফতরের (আবাসন, পরিবেশ, অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা) পূর্ণমন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জানায়। তবে লোকাল গভর্নমেন্টের প্রধান মেয়র ও রাজ্যপ্রশাসনের তিন গুরুত্বপূর্ণ দফতরের পূর্ণমন্ত্রী দুই পদেই 'শোভন-অধিষ্ঠানে' শোভন কেমন পড়ুয়া তার পরীক্ষা তো দিদি নেবেন কলকাতার ঐতিহাসিক টাউন হলে। তবে কলকাতার মেয়রের হাতে আবাসন, পরিবেশ, অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা দফতর তুলে দিয়ে পুর এলাকার সামগ্রিক বিকাশে সরকারের এক জানালা নীতিকেই প্রাধান্য দিতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ৪ জুন – ১০ জুন, ২০১৬

‘বাণিজ্য’ যেন ‘শিক্ষা’কে অতিক্রম না করে

শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা নতুন নয়, রাজ্য কেন্দ্র সব স্তরেই সব প্রশাসনই এমন করে এসেছে। ব্রিটিশ আমলের ‘উডস ডেসপ্যাচ’–এর চুঁইয়ে পড়া শিক্ষানীতি ভারতের বিশাল জনমানসে খুব সামান্যই প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। ভারতের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা, বিশেষ করে টোল পাঠশালাকে তেমন ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি যতটা ইংরেজ স্তাবক শাসকগোষ্ঠী নির্মাণে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর মহাশয়দের ভাবনা চিন্তা এবং তার আত্মত্যাগে দেশীয় শিক্ষার ঐতিহ্য কিছুটা হলেও রক্ষিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য দার্শনিক ও পাশ্চাত্য ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছিল ইংরেজের শিক্ষা ব্যবস্থায়। দেশভাগের পর একাধিক শিক্ষা কমিশন হয়েছিল। কোঠারি কমিশন কিংবা রাজীব আমলে চ্যালেঞ্জ অফ এডুকেশন ভারতের গ্রাম ও প্রান্তিক অঞ্চলে খুব একটা রেখাপাতও করতে পারেনি। শিক্ষার অধিকার আইন পাশের পর কিছুটা হলেও শিক্ষার সুযোগ নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে পৌঁছে যাবার অভিমুখ নিশ্চিত করেছে। সর্বশিক্ষা মিশন, মিড–ডে মিল, পাশ–ফেল, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী নিঃসন্দেহে প্রান্তিক মানুষেরা উপকৃত হয়েছে। অন্যদিকে বিপরীত ফলাফল লক্ষ্য করা গিয়েছে উচ্চ আয়ের পরিবারের ভিতর। শিক্ষাকে পণ্য বানিয়ে বৃহদাকার বিশ্ববিদ্যালয় তুল্য বিদ্যালয়গুলি সামাজিক ভারসাম্যকে নিশ্চিতভাবেই ধাক্কা দিয়েছে। একটি আন্তর্জাতিক সংখ্যার রিপোর্টে প্রকাশ ভারতে যেমন প্রথম পাঁচজন ধনীর অবস্থান তেমনি শিশুশ্রমেও ভারত বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতা এখানেই। রক্তিমকরণ কিংবা গৈরিকীকরণের চেয়েও দরকার ভারতীয়করণ যেখানে ব্রিটিশের নিম্নগামী শিক্ষার অভিমুখ নয়, শিক্ষার সর্বমুখী গতি মেধাশক্তিকে দেশের উন্নয়নে পল্লবিত করে তুলতে। একদিকে শিক্ষা বাধ্যতামূলক যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন পরিকাঠামোর উন্নয়ন। প্রয়োজন দেশীয় ভাষার সঙ্গে ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের ফারাক কমিয়ে আনা। যাতে আগামীতে বৈষম্যময় দুই ভারত সৃষ্টি না হয়। শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষার পাশাপাশি রাজ্য সরকার খেয়াল রাখুন সিলেবাস ও পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে যে দায়সারাভাব কোথাও কোথাও দেখা গিয়েছে বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের ভাবনায় সেগুলির যথার্থতা বিচার করে ত্রুটিমুক্ত শিক্ষা চালু করা প্রয়োজন। জুতো, পোশাক, বই, সাইকেল এবং সর্বোপরি পাঠদান অবশ্যই বাংলার শিক্ষাকে উচ্চমানে পৌঁছে দেবে পাশাপাশি ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিকেও মানতে হবে রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতি। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালীন অবকাশ নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে অমান্য করে বহুক্ষেত্রে দৃষ্টিকটুভাবে তারা ‘পাঠদান’ চালিয়ে গিয়েছেন। বাণিজ্য যেন শিক্ষাব্যবস্থাকে অতিক্রম করে না যায় সেদিকে শ্রদ্ধাবান হওয়া সব দলেরই জরুরি।

অমৃত কথা

৪৫. তোমরা সকলে ভাবো–‘আমরা অনন্ত বলশালী আত্মা’; দেখ দিকি কি বল বেরোয়। ‘দীনহীনা!’ কিসের ‘দীনহীনা’? আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা! কিসের রোগ, কিসের ভয়, কিসের অভাব? ‘দীনহীনা’ ভাবকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় কর দিকি।

৪৬. তোমাদের কি মন মুখ এক হয়েছে? তোমরা কি মৃত্যুভয় পর্যন্ত তুচ্ছ ক’রে নিঃস্বার্থভাবে থাকতে পার? তোমাদের হৃদয়ে প্রেম আছে তো? যদি এইগুলি তোমাদের থাকে তবে তোমাদের কোন কিছুকে, এমন কি মৃত্যুকে পর্যন্ত ভয় করবার দরকার নেই। এগিয়ে যাও, বৎসগণ। সমগ্র জগৎ জ্ঞানালোক চাইছে–উসুক নয়নে তার জন্য আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

৪৭. দাদা, এ সব লিখিবার নহে, বলিবার নহে। আমার পত্র অন্য কেউ যেন না পড়ে, তোমরা ছাড়া। হাল ছে। না, টিপে ধরে থেক–পাক। ঠিক বটে, তাতে আর ভুল নাই–তবে পারে যাওয়া আজ আর কাল–এই মাত্র। দাদা, leader (নেতা) কি বানাতে পারা যায়? Leader জন্মায়। বুঝতে পারলে কিনা? লিডারি করা আবার ব। শক্ত–দিসস্য দাসঃ, হাজারো লোকের মন যোগানো। Jealousy, selfishness (ঈর্ষা, স্বার্থপরতা) আদপে থাকবে না–তবে leader. প্রথম by birth (জন্মগত), দ্বিতীয় unselfish (নিঃস্বার্থ), তবে leader. সব ঠিক হচ্ছে, সদ ঠিক আসবে, তিনি ঠিক জাল ফেলছেন, ঠিক জাল গুটাচ্ছেন–বয়মনুসরামঃ, বয়মনুসরামঃ, প্রীতিঃ পরমসাধনম্ বুঝলে কি না? Love conquers in the long run, দিক্ হলে চলবে না–wait, wait (অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর); সবুরে মেওয়া ফলবেই ফলবে। যোগেনের কথা কিছুই লেখ নাই। রাখাল–রাজা ঘুরে ফিরে পুনর্বৃন্দাবনং গচ্ছেদিতি।...

৪৮. ধৈর্য, পবিত্রতা ও অধ্যবসায়ের জয় হবে।

৪৯. নিরাশ হইও না। স্মরণ রাখিও, ভগবান গীতায় বলিতেছেন, ‘কর্মে তোমার অধিকার, ফলে নয়।’

৫০. দৃঢ়ভাবে কার্য করিয়া যাও, অবচলিত অধ্যবসায়শীল হও এবং প্রভুর উপর বিশ্বাস রাখো।

ফেসবুক বার্তা

ওরা জেগে থাকে বলেই আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমাই : নানা বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে সীমান্তে সতত জেগে আছে ভারতীয় জওয়ানরা।

সরকার নির্বাচনেই গণতন্ত্র জয়ী হয় না, সরকার পরিচালনার উপর তা নির্ভরশীল

নির্মল গোস্বামী

এবারে বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল জনসমর্থন পেয়ে ক্ষমতায় ফিরে এল তৃণমল কংগ্রেস। নির্বাচন কমিশনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় নির্বাচন কলুষ মুক্ত হয়েছে একথা বিরোধীরাও মুক্ত মনে স্বীকার করে নিয়েছে। সকলেই বলছে গণতন্ত্রের উৎসবে গণতন্ত্রের জয় হয়েছে। খুব গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখলে এটা বলা যাবে না যে গণতন্ত্রের জয় হয়েছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কেউ জয়ী হলেই যে গণতন্ত্রের জয় হয় তেমন নিশ্চয়তা কোথায়? নিশ্চয়তা যে নেই তার প্রমাণ ভুরি ভুরি আছে। নির্বাচন মিটতেই এক বৃদ্ধা তার নিরাপত্তা দিতে নির্বাচন কমিশন ব্যর্থ হয়েছে এই মর্মে হাইকোর্টে মামলা করেছেন। তার বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা হচ্ছে হাইকোর্টে। কোন দলের লোকেরা ভেঙেছে, সরকারের ভূমিকা কী সে সব প্রশ্নে যাব না। শুধু বলব যদি গণতন্ত্রের জয় হতো তাহলে স্বাধীন নাগরিককে মামলা করতে হতো না।

নির্বাচনের পর কি শহর কি গ্রামে হামলা, ঘরে আগুন, খুন, লুটপাট হত না। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে দল জিতেছে একান্ত তাদেরই জয় হয়েছে। তাই সেই জয়কে অন্য দলের লোকেরা মেনে নিতে না পেরে কোথাও কোথাও আক্রমণ করছে। যারা জিতেছে তারা জয়ের আনন্দে বলীয়ান হয়ে যারা বিরোধিতা করেছে তারা যাতে আর কোনও দিন কোনও ভাবে বিরোধিতা না করে, তার শিক্ষার জন্য একটু কড়কে দেওয়ার জন্য ভাঙচুর মারধর করছে। আবার সারা রাজ্যে সামগ্রিক জয় পেলেও অনেক ওজনদার প্রার্থীরা পরাজিত হয়েছে কেন, তার উত্তর খুঁজতে নিজের দলের বিভীষণদের চিহ্নিত করে দমদম দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এটাকে কি আমরা গণতন্ত্রের জয় বলতে পারি? বিগত পাঁচ বছর যে সরকার চলল সেই সরকারকে সমালোচনা শুনতে হয়েছে যে গণতন্ত্রের পরিবর্তে দলতন্ত্র কায়েম হয়েছে। বিরোধী দল বা সমালোচকরা যে মিথ্যা কথা বলেনি তার হাতে গরম প্রমাণ হল ১ লক্ষ ২০ হাজার সিভিক ভলেন্টিয়ার্স নিয়োগকে বাতিল করে দিল হাইকোর্ট। সরকারি নিয়ম না মেনে ইচ্ছামতো লোক নিয়োগ হয়েছে তাই বাতিল।

আবার পূর্বতন বাম সরকার তো সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন কার কটা সিট তাই দিয়ে বিচার হবে সব কিছু যুক্তি তর্কের কোনও স্থান নেই। সত্যিই কি গণতন্ত্র মানে শুধুই গরিষ্ঠের আধিপত্য? গুণের কোনও কদর নেই? আমরা যদি কেন্দ্রের দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে দীর্ঘদিন পর একটা দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়ছে। তখন সকলেই সমস্বরে বলে ছিল গণতন্ত্রের জয় হল। কিন্তু এই দুবছর না যেতে সকল

বিরোধী দল বলতে শুরু করেছে যে মোদি গণতন্ত্রকে ধ্বংসের খেলায় মেতেছেন। সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে শুধু বিরোধীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। কংগ্রেস দিল্লিতে মিছিল পর্যন্ত করল। তাহলেই বুঝুন নির্বাচনে একটা দলকে অনেক সিট পাওয়া মানে গণতন্ত্রের জয় নয়। সেটা দলতন্ত্রের জয়। গণতন্ত্রের সবথেকে ভালো সংজ্ঞাটার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত সেই যে আব্রাহাম লিংকনের বিখ্যাত উক্তি ‘‘অফ দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল’। এখন এই ধারণার পরিবর্তন হয়ে আমাদের দেশে হয়েছে অফ দ্য দল, বাই দ্য দল, ফর দ্য দল।

দল মানেই মন্দ তা কিন্তু নয়। আবার দল গণতন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বীও নয়। বরঞ্চ দল গণতন্ত্রের পরিপূরক। কিন্তু আমাদের দেশে দলতন্ত্রই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান বাধা। হওয়ার কথা ছিল এক কিন্তু হয়েছে আর এক।

রাজনৈতিক দলের ভূমিকা গণতন্ত্রে অপরিসীম। কারণ এরাই গণতন্ত্রের হাতে কলমে চর্চা করে। কোথাও গণতন্ত্র লঙ্ঘিত হলে প্রতিবাদ করে। সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত। তাদের কাছে গণতন্ত্রের কথা পৌঁছে দিতে এই দলগুলো দলের গণতন্ত্রের চর্চা হয়। ফলে নেতা থেকে সাধারণ কর্মী পর্যন্ত গণতন্ত্রের অনুশীলনের সুযোগ পায় দলের মধ্যে। ভারতবর্ষে হাজারেরও বেশি রাজনৈতিক দল আছে। তাদের নেতা কর্মীরা যদি গণতন্ত্রের চর্চা করত তাহলে ভারত আজ সর্বশ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রের পীঠস্থান হত। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। বাস্তবে যা হয়েছে তা হল গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিসর বৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে তাত্ত্বিক গণতন্ত্রের গতি ক্রমশ শ্লথ হয়েছে। এর প্রধান কারণ হল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো যথাযথ ভূমিকা পালন না করা। দেশের মানুষের চিন্তা চেতনায় গণতান্ত্রিকতার বীজ যাতে বপন করা যায় সেই লক্ষে কাজ না করে উলটে বিরোধীদের প্রতি অসহিষ্ণুতার মনোভাব বৃদ্ধিতে মদত জুগিয়ে চলেছে। প্রতিটা দল এই দোষে দোষী।

গণতন্ত্র আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেমন শাসক নির্বাচিত হবে তেমনি ব্যক্তি ও সমাজগত চিন্তা ভাবনাও পরিচালিত হবে গণতান্ত্রিক আদর্শে। একবারে মূলে পারিবারিক ক্ষেত্রে যদি গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির স্থাপনা করা যায় তবেই ধাপে ধাপে তার উত্তরণ ঘটে সমবেত ভাবে রাষ্ট্রীয় জীবনেও তার প্রতিফলন পড়তে বাধ্য।

গণতন্ত্র নেহাতই সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নয়। অঙ্কের হিসাবেও আজ আর তা মেলে না। মোট ভোটারের ৬০ শতাংশ ভোট পড়ল, তার মধ্যে ৩০ শতাংশ, ৪৫ শতাংশ ভোটে পেয়ে শাসক নির্বাচিত হচ্ছে। ফলে সংখ্যা গরিষ্ঠ আর থাকছে না। তবুও গণতন্ত্র গর্বের। কারণ গণতন্ত্রের আদর্শে কোথাও শাসক শাসিতের বিভাজন নেই। এযেন কবির গানের কথা ‘আমরা সবাই রাজা’। সকলে সকলের হিতার্থে কাজ করবে। রাষ্ট্র বেশির ভাগ মানুষের স্বার্থ রক্ষার্থে সদা সচেষ্ট থাকবে। তাতে করে মুষ্ঠিমেয়ের স্বার্থের হানি হয় তবে। মতান্তর থাকবে কিন্তু মনান্তর থাকবে না। নানা ভাষার নানা মত বিবিধের মাঝে মিলন এটাই হল গণতান্ত্রিক তত্ত্বের নির্যাস।

গণতন্ত্রে পরাজয় হয় আদর্শের ব্যক্তির নয়। আমরা নীতিকে জনগণ গ্রহণ করেছে তাই আমাকে ভোট দিয়েছে। এখানে নীতি প্রধান, ব্যক্তি গৌণ। এই বোধটাই আমাদের অভাব। আদর্শের লড়াই ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে পাওয়া যায়। ভারতীয় দর্শন আলোচনার পদ্ধতি হল আগে বিরুদ্ধ মতকে শোনা, তারপর তার ভুলগুলো ধরিয়ে দেওয়া, তারপর নিজের মত ব্যক্ত করা। একজন পরাজিত যখন অপরের মত গ্রহণ করে তখন বুঝতে হবে সেই মত গ্রহণযোগ্য। তার প্রচলিত মতের থেকে উন্নত, তাই হাসি মনে পরমতকে মেনে এসেছে ভারতবর্ষ। সারা ভারত থেকে বৌদ্ধ ধর্মকে অবলুপ্ত করলেন আচার্য শঙ্কর। কোথাও বাহুবলের প্রয়োগ নেই। যুক্তি, মেধা, আর যোগ শক্তি দিয়ে হিন্দুধর্মের নব জাগরণ ঘটালেন। ধর্মীয় মতবাদের ক্ষেত্রে আমাদের সহনশীল গণতান্ত্রিকতা বোধ দেখে চমকিত হতে হয়। সেই সভ্যতার উষা কাল থেকে আজ পর্যন্ত যত প্রকার ধর্মমতের উদভব হয়েছে তা সবই সংরক্ষিত আছে, গাছ পূজো, পাথর পুজো, শক্তি পুজো, শিব, কৃষ্ণ সব আছে। আবার নিরাকার ব্রহ্মের সাধনাও আছে। এমন কি চরম নাস্তিক চার্বাক মতবাদও রক্ষিত আছে। এটা আমাদের গর্বের বস্তু ধর্মের ক্ষেত্রে। শ্রীরামকৃষ্ণের ‘যত মত তত পথ’ গণতান্ত্রিকতার চরমতম নিদর্শন।

আধুনিক যুগে আমরা রাজনীতির ক্ষেত্রে বড় বেশি অসহায় হয়ে পড়েছি। শক্তি শালী তেমন কোন আদর্শ নেই যা অপরকে সাদর আহ্বান জানাতে পারে। অন্যমত যাতে প্রকাশিত না হতে পারে তারই আয়োজন যেন বেশি করে চোখে পড়ে। আমাদের বামপন্থীরা যেন বেশি ভীতু। এরা নাকি কার্ল মার্ক্সের বৈজ্ঞানিক মতবাদ দ্বারা পরিচালিত। অথচ সদাই ভয়ে ভয়ে রয় এই বুঝি হিন্দুত্ববাদীরা প্রচারের সুযোগ পেয়ে গেল। সম্প্রতি যাদবপুর কান্ড চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল আমাদের আদর্শের ভিত কত ভঙ্গুর। সেখানে একটা সিনেমা দেখানো চলবে না। কারণ আরএসএস–এর আদর্শ প্রচার হচ্ছে। যদি বলি ক্ষতিটা কি? তার কোনও উত্তর নেই। মার্ক্সের আদর্শ, লেনিন, মাও সে তুং–এর আদর্শ প্রচারিত হবে। আর হিন্দুত্বর কথা বললেই গেল গেল রব কেন? গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেকের মত প্রকাশের অধিকার আছে সেই অধিকারকে শক্তি প্রয়োগ করে আটকাতে চাইছ। এই ক্ষেত্রে অবিজেপি সব দলই একমত। বুদ্ধবাবু পশু খামার নাটক করতে দেয় নি। এই মানসিকতা চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক। এই সরকারি ক্ষমতায় থেকে অসহিষ্ণু মানসিকতাই আরও একটু উগ্র হয়ে বিরোধীদের মারে, ঘর জ্বালায়, লুটপাট করে। কারণ বিরোধিতার মূল উৎপাটিত করতে চায় শাসকদল। তাহলে তাদের কাজের সমালোচনা করার আর কেউ থাকবে না। যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। উচ্চ আদর্শ অবলম্বনেই প্রসারিত গণতন্ত্র চর্চার ভিত্তি ভূমি। আর বর্তমানে সব রাজনৈতিক দলই আদর্শহীনতায় ভুগছে। তাই গণতন্ত্রের নামে প্রতিনিয়ত ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রয়োজনে গণতন্ত্রকে হত্যা করে চলেছে। যে দল ২১০ আসনে জয়ী হয় সেই দলকেই ভোটের মঞ্চে হুমকি দিতে হয় ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে মেপে নেওয়ার কথা বলে। হুমকি দিতে হয় ভীতু পুলিশকে নির্বাচন কমিশনকে।

ইতিহাসের সত্য এই যে যুদ্ধে পরাজিত পুরু আলেকজান্ডারকে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর কাছ থেকে রাজার সম্মানই আশা করেন। আলেকজান্ডার এই সাহসী কথায় খুশি হয়ে পুরুকে কোতল না করে পুরস্কৃত করে ছিলেন। আজ গণতন্ত্রের মহিমা দিকে দিকে প্রচারিত। কত বিজ্ঞাপন কত প্রচার। আমাদের করের কোটি কোটি টাকা খরচ, অথচ আমার ব্যক্তিগত ভোট দেওয়া না দেওয়া কোনও প্রার্থীকে দেব, ত গায়ের জোরে প্রভাবিত করার প্রবণতা দিনের পর দিন বাড়ছে। ভোট দানকে কেন্দ্র করে মহানাগরিকদের মধ্যে বৈরিতা তৈরি করে দিচ্ছে আমরাই। আমাদের অজ্ঞতা, স্বার্থান্ধতা আমাদের বিপথে চালিত করছে। তাই মোদীজি বা মমতা সেই যত আসন পেয়ে থাকুন না কেন তাকেই গণতন্ত্রের জয় বলে গলাবাজি করাটা মূঢ়তা ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রথম দফার মতো এবারেও ‘পাখির চোখ’ হোক স্বাস্থ্য পরিষেবা

পার্থসারথি গুহ

গতবার রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার শপথ নেওয়ার পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে মেরামতি করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। বেশ মনে আছে একেক দিন একেকটি সরকারি হাসপাতালে নজরদারি শুরু করেছিলেন তিনি। অকস্মাৎ তাঁর এই হানাদারিতে হাসপাতালের ডাক্তারবাবু থেকে সাধারণ কর্মী সকলেই তটস্থ থাকতেন। কখনও বিদ্যাসাগর হাসপাতাল, কখনও বাঙুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজিতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হালহকিকৎ খতিয়ে দেখতেন তিনি। রোগীদের সঠিক পরিষেবা দেওয়ায় যাতে কোনও ফাঁক না থাকে সেটা দেখতেই মুখ্যমন্ত্রী এহেন অভিযান শুরু করেছিলেন। তাতে ফল মিলেছিল হাতেনাতে। অন্তত গত পাঁচ বছরে বিরাট কিছু না না হোক ন্যূনতম চিকিৎসা পাচ্ছিলেন সাধারণ মানুষ। রাজ্যের বেশ কয়েকটি সরকারি হাসপাতালের শ্রী অনেকটাই ফিরে এসেছে ইতিমধ্যে। তাও অভিযোগ যে ষোলোআনা দূর হয়েছে তা নয়। রোগী এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের দোষে অনেকসময়ই দুষ্ট হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাদের ঠিকমতো ভর্তি না নেওয়ার রাশি রাশি অভিযোগও জমেছে। হাজারো কাজের ব্যস্ততায় মুখ্যমন্ত্রী হয়তো তাঁর শাসনকালের প্রথম দিকের মতো নজর দিতে পারেন নি পরবর্তী ক্ষেত্রে। ফলত কিছু কিছু জায়গায় ফের বেলাগাম হয়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবা। মুখ্যমন্ত্রী নিজে জেলায় জেলায় ঘুরে সেখানকার খামতি দূর করার চেষ্টা করেছেন বারংবার। কিন্তু তাঁর জেলা পরিষদ সদস্য, পঞ্চায়েতের হোতা, বিধায়ক এমনকি তৎসংলগ্ন জেলা বা অঞ্চলের নির্বাচিত সাংসদরা পর্যন্ত ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ করেনি এইসব কাজে বলেও অভিযোগ উঠেছে। যার খবর পৌঁছে গিয়েছে কালীঘাটের বাড়িতেও। আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী কিছু কিছু ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করেছেন। তাও অনেকসময় মুমূর্ষুরা হাসপাতাল থেকে সেভাবে সহায়তা পান নি। আসলে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের পক্ষে এত বড় রাজ্যের সব প্রান্তের খবর রাখা কখনই সম্ভব নয়। তাও তিনি যা করেছেন তা কজনই বা করতে পারেন। সবথেকে বড় কথা দীর্ঘদিন সরকারি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যে গয়ংগচ্ছ সিস্টেম চলছিল তা ভাঙার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উদ্যোগ অনেকের কাছেই রোল মডেল হয়ে উঠতে পারে। এর পাশাপাশি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান যেভাবে জেলায় জেলায় গড়ে উঠেছে তার পুরো কৃতিত্ব এ রাজ্যের পরিবর্তনের কাণ্ডারীর।

তা সেই মানুষটি যখন রাজকীয়ভাবে জয়লাভ করে তাঁর দ্বিতীয় পর্ব শুরু করলেন তখন একটি আপাত ছোট্ট ঘটনা খানিকটা হলেও রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেআব্রু চিত্রটা প্রকট করে তুলল। ডায়মন্ড হারবারের অটো চালক পরিতোষ দাস বুকে বাঁশ বেধা অবস্থায় এসএসকেএম–এ চিকিৎসার জন্য এলে তাকে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে রেফার করে দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আবার সেই হাসপাতালেও ঠাঁই মেলেনি গুরুতর জখম ওই ভদ্রলোকের।

তড়িঘড়ি তাকে ফেরৎ আনা হয় এসএসকেএম–এ। তাও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার চিকিৎসা দূরে থাক ভর্তি পর্যন্ত করার প্রক্রিয়া নেয়নি। পরিতোষবাবুর অশেষ ভাগ্য আহত অবস্থা থেকেই তার সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিলেন সমাজকর্মী অমিত রায়। আরও একজনকে সঙ্গী করে আহত পরিতোষবাবুকে নিয়ে কলকাতার পিজিতে চলে আসেন তিনি। এখানেই দুটি হাসপাতালের এড়িয়ে যাওয়ার মানসিকতা দেখে মাথা খাটিয়ে অমিতবাবু আহত অটো চালককে নিয়ে সোজা অ্যাম্বুলেন্স করে চলে আসেন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে। তখন বেলা সাড়ে নটা। স্বাভাবিকভাবেই হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে ঢোকার মুখে পুলিশ আটকায় অ্যাম্বুলেন্সটিকে। তখন ওই সমাজকর্মী অমিত রায় পুলিশের কাছে দুটি হাসপাতালের অবহেলার কথা তুলে ধরেন। তৎক্ষণাৎ তারা সেই ঘটনার কথা জানায় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে থাকা নিরাপত্তাকর্মীদের। এরপর অমিতবাবুকে ডেকে পাঠানো হয় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি সংলগ্ন অফিসে। সেখানে সব শোনার পর রোগীর নামে এবং ফোন নম্বর লিখে নেওয়া হয়। এরপর এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি অমিতবাবুকে বলেন এক্ষুনি চলে যান এসএসকেএমে। বলাবাহুল্য। এসএসকেএমে এরপর প্রায় জামাই আদর পান ওই রোগী এবং অমিতবাবুরা। দ্রুত চিকিৎসাও শুরু হয়। তারা জানান পরিতোষবাবুর ভয়ের কোনও কারণ নেই, আঘাত গুরুতর নয়। এসএসকেএম–এর মানসিকতায় হঠাৎ করে এই পরিবর্তন কিন্তু কোনও আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের হাত ধরে হয়নি। বড় অমিতবাবুরা খোদ মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে দরবার করায় হাতেনাতে তার সুফল পেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়েই চিকিৎসকরা সক্রিয় হয়ে ওঠেন বলেও শোনা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে হয়তো পরিতোষবাবুর আঘাত ততটা গুরুতর ছিল না বলে তিনি বেঁচে গেলেন। ভাবুন তো যদি রক্তক্ষরণ অনেকটাই বেশি হত। তা হলে তো এই দুই হাসপাতালের মধ্যে টানাপড়েনের মধ্যেই রোগীর ভবলীলা পগার পাড় হত। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি পর্যন্ত দরবার করার অবকাশটুকু কী তখন আর পেতেন অমিতবাবুরা। ঘটনা এই যে প্রতিদিন তো দুর্ঘটনাগ্রস্ত কাউকে নিয়ে সকলের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে আসা সম্ভব। সেক্ষেত্রে স্থানীয় হাসপাতাল বা কাছেপিঠের সবথেকে বড় চিকিৎসাকেন্দ্রের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তো গতি নেই। তা সরকারি হাসপাতালের মনোভাব যদি সব ক্ষেত্রে এই এসএসকেএম বা চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মতো হয় তা হলে আহতদের বা মুমূর্ষু রোগীদের কি হাল হবে তা ভেবে শিউরে উঠতে হয়। আশা করি প্রথম দফার মতো মুখ্যমন্ত্রীর র‍্যাডারে আবারও থাকবে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হালচাল। জেলা সফরগুলির সময়তেও তিনি নিশ্চিতভাবে এই দিকটাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করবেন। যারা এত কিছু সত্ত্বেও তার অবিরাম প্রয়াসে গা ঘামাচ্ছেন না সেসব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার দিকেও নজর থাকবে সাধারণ মানুষের। আসল কথা হল পরিষেবার অভিমুখ কতটা সাধারণ মানুষের কাছে উন্মুক্ত হচ্ছে এই দিকটা তদারকি করা দ্বিতীয় ইনিংসে মুখ্যমন্ত্রীর আশু লক্ষ্য হওয়া উচিত। আশা করা যায় এই ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এবং যারপরনাই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যও প্রস্তুত। মানুষ যেভাবে দু হাত তুলে তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন তার একটাই গন্তব্য হওয়া উচিত মানুষের সঠিক পরিষেবায় যাতে কোনও ফাঁক না থাকে সেদিকে নজর দেওয়া। মুখ্যমন্ত্রী খুব ভালোমতো জানেন এই ব্যাপারে শেষ প্রহরীর মতো তাকেই চোখে চোখে রাখতে হবে সবকিছু। তবেই প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের।

মানবিকতার নিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফলাফল ঘোষণার পরে সারা রাজ্য জুড়ে চলছে কমবেশি রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা। কোথাও সরকার পক্ষের তরফে করা হচ্ছে হিংসার পরিবেশ বিরোধী দলগুলির ওপরে অন্যায় মূলক আচরণের মাধ্যমে। আবার কোথাও বিরোধীদলগুলিও অনুরূপ আচরণের মধ্যে দিয়ে শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করে চলেছেন। যেমন কসবাতে সিপিএম–এর প্রায় ৫০টি পার্টি অফিস ভেঙে পুড়িয়ে দেওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ–এর অভিযোগ ১০৪ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম পার্টি অফিস পুড়িয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে আমরা কসবা থানায় অভিযোগ করলেও পুলিশ এখনও পর্যন্ত একজনকেও গ্রেফতার করেনি। ফলাফল ঘোষণার পর হাওড়ার বালিতেও সিপিএম এর বিশাল পার্টি অফিস অনুরূপভাবে শিকল লাগিয়ে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে খবর পাওয়া যায়। পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনার ব্যাকরাপুরের ঘটনা একই সঙ্গে আমাদের কিছুটা হলে হিংসার পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সাহায্য করবে বলে মনে হয়। ব্যারাকপুরে ফলাফল ঘোষণার আগে এবং বালির নিশ্চিন্দার সাঁপুই পাড়ার ফলাফল ঘোষণার পরে সিপিএম–এর পার্টি অফিস বন্ধ করে দেবার অভিযোগ ওঠে টিএমসি–এর বিরুদ্ধে। কিন্তু মানবিক চেতনার পরিচয় দিয়ে ব্যারাকপুরের বিধায়ক শীলভদ্র দত্তের হস্তক্ষেপে সেখানকার বামপন্থী দলের সংগঠন সিআইটিইউ–এর অফিসটি খুলে দেওয়া হয় বলে জানা যায়। বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন সভাপতি উত্তম দাস। এবং অনুরূপ ভাবে বালির সাঁপুই পাড়ার সিপিএম পার্টি অফিসটিও হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্যদের হস্তক্ষেপে খুলে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। এই দুই ঘটনায় ব্যারাকপুর এবং বালির বামপন্থী দলের সর্বস্তরের কর্মী নেতারা ধন্যবাদ জানতে কার্পণ্য করেনি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। তবে গণশক্তি পত্রিকা কেন এই বিষয়টিকে নিয়ে চুপচাপ তা বোঝা গেল না।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাইক নিয়ে যাবার সময় পথ দুর্ঘটনায় মারা গেলেন ১ জন। এবং গুরুতর ভাবে আহত হলেন অপর এক জন। আহত ব্যক্তিকে আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে ব্যারাকপুরের তালপুকুর এলাকায়। বাইক নিয়ে দ্রুত গতিতে যাবার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তালপুকুর এলাকার রাস্তার রেলিং–এ ধাক্কা মারার ফলে বাইকটি সম্পূর্ণভাবে উল্টে যায় বি টি রোড–এর উপরেই। ঘটনার তদন্তে নেমেছে টিটাগড় থানার পুলিশ। অন্যদিকে এই দুর্ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই উত্তর ২৪ পরগনার অপর একটি থানা এলাকায় ঘটে গেল বোমাবাজি। জগদ্দল থানার গুড়দহ স্কুল মাঠে গত দুটি তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর গত শনিবার রাত্রে কিছুট অসাধু ব্যক্তি স্কুল মাঠে বসে মদ্যপান করছিল। এবং মদ্যপান করতে করতেই বোমাগুলি ফেলে রেখে মদ্যপ যুবকরাই মাঠ ছেড়ে চলে যায়।

গুলিবিদ্ধ তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার গুলি চালনার ঘটনায় এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ভাঙরের লেদার কমপ্লেক্সের এলাকায় শনিবার রাত আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে ঘটে গুলি চালনার ঘটনা। তৃণমূল সমর্থক রবি মোল্লা নামে এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে এই গুলি ছোড়া হয়। অভিযোগ ওঠে সিপিএম–এর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে সিপিএম এই অভিযোগ অস্বীকার করে। আহত ব্যক্তিকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার পেটে গুলি লেগেছে বলে জানা যায়। তবে অবস্থা আগের থেকে ভাল বলে জানা যায়। ভাঙর এলাকায় দিনের পর দিন নানারকম অসামাজিক কার্যকলাপ ঘটে যাওয়ার পরেও পুলিশ নীরব বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জনতার।

গাড়ি উলটে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি: চিনপাই (বীরভূম) : ২৯ মে রবিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ চিনপাই নয়ানজুলিতে গাড়ি উল্টে মৃত্যু হল দুজনের। তাদের মধ্যে একজন মহিলা। জখম ছয়জন সিউড়ি সদর হাতপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃত ও আহতদের বাড়ি দমদমের সুভাষনগরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তারাপীঠ থেকে পুজো দিয়ে ফিরছিলেন তারা। গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে চিনপাই গ্রামের নয়ানজুলিতে উল্টে যায়। মৃতেরা হলেন শ্রবনীতা সান্যাল (৪০) এবং সম্রাট বন্দ্যোপাধ্যায় (৪২)। স্টিয়ারিং কেটে এই বিপত্তি বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয়রা ছুটে এসে জখমদের সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠায়। এদিন সন্ধ্যায় এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, নয়ানজুলিতে দুমড়ে মুচড়ে পড়ে রয়েছে গাড়ি। ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে স্থানীয় বাসিন্দারা। কাবিলপুরে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত নিয়ামত শেখ (২০ বছর)। বাড়ি ইলামবাজার থানার বাবুইপুর গ্রামে। ৩০ মে সোমবার দুপুরে খেলা করার সময় সাঁইথিয়ার গড়গড়িয়া গ্রামে বাজ পড়ে মৃত ১১ বছরের বালিকা। জখম এক বালিকা স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং আশঙ্কাজনক এক বালিকা সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি। মাঠে কাজ করার সময় বাজ পড়ে মৃত শান্তিরাম ঘোষ (৫০ বছর)। সোমবার দুপুরে নানুরের ঘটনা। চিনপাই, সিউড়ি, মহম্মদবাজার, গড়গড়িয়া, সাঁইথিয়া, নানুরে সোমবার দুপুরে বজ্রপাত হয়, শিলাবৃষ্টি হয়। রাজনগরে তিনটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বারবার কেন দুর্ঘটনা চিনপাই জাতীয় সড়কে? আগামী সংখ্যায় এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন থাকছে।

কালবৈশাখীর তাণ্ডব বীরভূমে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৬ মে শ্রীপুর গ্রামে সাপের কামড়ে মৃত্যু হয় আবুল হোসেন (৩৩) নামে এক ব্যক্তির। ৭ মে বিকালে সাইকেল চোর সন্দেহে বোলপুর ৫ নম্বর ওয়ার্ডে প্রহৃত হয় রাজ শেখ, বাড়ি ইলামবাজারের গ্রামে। ৫ মে দুপুরে সালিশি সভার গ্রাম্য বিচারের জেরে বোমাবাজিতে জখম হয় জসমিনা খাতুন নামে সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীর এবং যুবক আজিজুল। বাঁশজোড় গ্রামের ঘটনা। সিউড়ি হাসপাতালে ভর্তি। ৪ মে পথদুর্ঘটনায় মৃত ভ্যানচালক রঞ্জু শেখ (২৩) বাড়ি সাড়গ্রাম থানার বাজারপাড়া। ৪ মে বেসরকারি বাস উল্টে জখম চার মহিলা সহ ১২ জন। এক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ১৭ মে সকালে সাঁইথিয়া রথতলায় গলায় গামছা দিয়ে আত্মঘাতী মানসিক রোগী কিরণ বাগদী (২৩)। ২৫ মে বুধবার দুপুর ১২টা প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টির সময় সিউড়ি নতুনপল্লি ৬০ নম্বর ইউক্যালিপটাস গাছ ট্রাক্টরে ভেঙ্গে পড়লে মৃত্যু হয় ট্রাক্টর চালক শেখ রাজুর। বাড়ি সিউড়ি থানার বাঁশজোড় গ্রামে। ১৪ মে রাতে চাতরা স্টেশনে স্টপেজ না থাকায় ধীরগতিতে যাওয়ার সময় মালদহগামী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস থেকে পড়ে মৃত্যু হয় খানপুর গ্রাম নিবাসী মনিরুল কাজী নামে এক কিশোরের। ঝড়বৃষ্টিতে স্কুলের মিড–ডে মিল রান্নার চাল উড়ে চলে গিয়েছে। ১৪ মে বিকালে চাঁদপাড়া গ্রামে ধান তোলার সময়ে বাজ পড়ে মৃত অভিজিৎ মার্জিত (২২)। ১৪ মে বিকালে বাবার খাবার দিয়ে মাঠ থেকে ফেরার সময় বাজ পড়ে মৃত বেদানা খাতুন (১৭)। গাছ পড়ে রামপুরহাট এলাকায় দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়। বর্ধমান থেকে বাচ্চা নিয়ে দিনাজপুর ফেরার পথে নলহাটিতে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হয় রুমা পারভিনের। ২৬ মে রাতে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে দুটি লরির সংঘর্ষে মৃত চালক রামপ্রসাদ যাদব। খালাসি সিউড়ি হাসপাতালে ভর্তি।

ক্যানিংয়ে ঘোড়া ও গরু দৌড়

বিশ্বজিৎ পাল

বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বধূকুলা গ্রামে শেষ হল দুইদিন ব্যাপী গরু ও ঘোড়া দৌড় মেলা। মেলার উদ্যোক্তা বধূকুলা ও দক্ষিণ কালিকাতলা গ্রামবাসী। দুই দিনের গরু ও ঘোড়া দৌড় মেলায় সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৪০টি গরু ও ৪০টি ঘোড়া অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারীদের

মেলাকমিটি থেকে পুরস্কৃত করা হয়। দুই দিনের এই মেলায় হাজার হাজার মানুষ এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সুন্দরবনের কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিকে তুলে ধরতে গ্রামবাসীদের এই উদ্যোগ জানিয়েছেন মেলার পরিচালকরা।

কৃষকদের উৎসাহ দিতে এবং বিজ্ঞান প্রযুক্তির মাধ্যমে চাষবাস করার বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে এই আয়োজন। এই ঘোড়া দৌড়ে অংশগ্রহণকারী সাদ্দাম মন্ডল, বহিবুর মোল্লা বলেন প্রতি বছরের মতো এবারও তারা অংশগ্রহণ করেছেন। মেলা কমিটির সদস্য আলিহোসেন মল্লিক, আকছার মন্ডল, শিশির শিকারী, দাইয়ান গাজী, সাহাবুদ্দিন মন্ডল, আবুল শেখ প্রমুখরা বলেন এই মেলায় ৩০ বছর পদার্পণ করল। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক মঞ্চে চলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দুঃস্থ গরিবদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

সাধারণেও অসাধারণ

রিনি রায়

'শৌর্য–দৃঢ়তা–কর্মনিষ্ঠা'–র আদর্শমন্ত্রকে অবলম্বন করে ১৯৬২ সালে গড়ে ওঠা ইন্দো–টিবেটান বর্ডার পুলিশ বাহিনীতে এক নতুন গৌরব পালক যুক্ত হলো। এবছর থেকেই এই বাহিনীতে মহিলা ব্যাটেলিয়ন নিযুক্ত হলো যারা ইন্দো–তিব্বত সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরায় দেশের সুরক্ষায় কাজ করবেন। সদ্য দ্বাদশ শ্রেণি পেরনো দীপিকা থেকে শুরু করে সদ্য কুড়ির ছোঁয়া পাওয়া তারুণ্যের শক্তিতে ভরপুর পপি পেঙ্গু, দীপিকা ত্যাগী, আমানদীপ কৌর, অনুশ্রীর মতো মেয়েরা আইটিবিপি–তে যোগ দিয়েছেন। ৮ হাজার থেকে ১৪ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত ভারত–চিন সীমান্তে কর্কশ জলবায়ু, অতি বন্ধুর ভূপ্রকৃতির মধ্যে শত্রুর লুকোচুরি খেলার মোকাবিলায় পুরুষদের শক্তি শৌর্যের পাশাপাশি নারী শক্তির উপর ভরসা করে, 'নারী–ক্ষমতায়ন'–কে আরও বলিষ্ঠভাবে নিয়োজিত করতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এই সিদ্ধান্ত সত্যই অভিনন্দন যোগ্য।

পূর্বপ্রান্তে সুদূর অসমের পপি, পশ্চিমে পঞ্জাবের আমদীপ কৌর, হাপুরের দীপিকা ত্যাগী, উত্তরাখণ্ডের রেণু আর্য, মধ্যপ্রদেশের অনুশ্রী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে বেড়ে উঠলেও কেবলমাত্র দেশ সেবার স্বপ্ন এদের সবাইকে একসূত্রে বেঁধেছে। দিল্লির জেএনইউ–তে অপরাজিতা রাজার মতো মেয়েরা যখন দেশকে টুকরো করার সমর্থনে গলা ফাটাচ্ছে, মিছিল করছে, তখন আমনদীপ, দীপিকারা দেশের শত্রু নিকেশ করতে মাঠে নেমেছে। দেশের জন্য কিছু করার তাগিদ হাপুরের দীপিকা ত্যাগীকে অনুপ্রাণিত করে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে। দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার পরপরই যখন দীপিকা সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের জন্য ডাক পেল, তখন তার স্বপ্নপূরণের আনন্দ তাকে তার দায়িত্বের প্রতি আরও আগ্রহী করে তুলল। উচ্ছ্বসিত দীপিকাকে সেনার খাকি পোশাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান যে ওই পোশাক তার মধ্যে এক অভূতপূর্ব গর্বের অনুভব সঞ্চারিত করে।

পাঞ্জাবের মোগার মিষ্টি মেয়ে আমনদীপ কৌর। বর্তমানে লাদাখে সীমান্ত প্রহরায় নিযুক্ত। সামান্য গাড়ি সারানোর দোকানের মালিকের মেয়ে আইটিবিপি–র প্রথম মহিলা ব্যাটেলিয়ানের একজন। এ গৌরব শুধু মোগাকে নয়, সমগ্র পঞ্জাবকেই গৌরবান্বিত করেছে। এই বাহিনীর গৌরবান্বিত মহিলাদের তালিকায় পরবর্তী সংযোজন মধ্যপ্রদেশের সিংগ্রৌলি জেলার অনুশ্রী। অতি সাধারণ অনুশ্রীকে দেখলে বোঝা দায় যে এই মেয়েটা সেনাবাহিনীর কঠোর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এমন একটা সময় ছিল যখন অনুশ্রী অস্ত্রশস্ত্র দেখলে খুব ভয় পেত। কিন্তু প্রশিক্ষণের পর এখন সে অস্ত্র চালনায় দক্ষতা অর্জন করেছে। সুদূর পূর্ব ভারতের অসমের লখিমপুর জেলার ধাকুয়াখানার কেজুরি গ্রাম। এই গ্রামেরই এক গণ্যমান্য পরিবার পেগু। পরিবারের কর্তা পবিত্র কুমার পেগু দূরবর্তী সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এইরকম পরিবারে জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে বয়ে আসে এক অবিশ্বাস্য সংবাদ। সেনাবাহিনীর কঠিন প্রশিক্ষণ এই গ্রাম্য হাসিখুশি সরল মেয়েটিকে করে তুলেছে বজ্রকঠিন। অন্যদের মতো আত্মবিশ্বাসে ভরপুর পপিও তাই ইউনিফর্মের মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট। তীব্র কনকনে ঠাণ্ডা পাহাড় তার সাহস ও দৃঢ় মনোবলের কাছে কিছুই নয় বলে জানিয়েছে সে।'

দেশের আভ্যন্তরীণ শত্রুদের মোকাবিলায় সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে দৃঢ়চেতা, জাতির প্রতি দায়বদ্ধ এই সকল তরুণীদের প্রতি দেশের অনেক আশা–প্রত্যাশা।

পুনরায় বন্ধ হুগলির নর্থব্রুক জুটমিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলির নর্থব্রুক জুট মিল আবার বন্ধ হয়ে গেল। নতুন করে বেকার হলেন মিলের প্রায় পাঁচ হাজার কর্মী এবং তাদের পরিবার। প্রায় পাঁচ মাস বন্ধ থাকার পরে ভোটের আগে ইউনিয়ন এবং মিল কর্তৃপক্ষের মধ্যে বৈঠকে পুনরায় মিলটি খোলা হয় এবং উৎপাদন চালু হওয়ায় মিল শ্রমিকদের মধ্যে উৎসবের চেহারা নেয়। কিন্তু গত শনিবার সকালে মিলে যোগ দিতে এসে মিলের কর্মীরা দেখেন ফের মিলে সাসপেনশন ওয়ার্কের নোটিশ ঝোলান রয়েছে। যা দেখে জুট মিলের কর্মীরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে জি টি রোড অবরোধ করেন। অন্যদিকে মিলের মালিকের বক্তব্য কাঁচা মালের অভাবের জন্য মিলের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছিল তাই আমরা মিল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হই। অন্যদিকে শ্রমিকদের বক্তব্য আমরা মিলটি চালু রাখবার জন্যে সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ করা থেকে শুরু করে মাসে মাসে কাজ না পেয়ে ঘরে বসে থাকা সহ সমস্ত রকমের অসুবিধা একবাক্যে মেনে নিয়েছি কোনও রকম অসহযোগিতা না করে। তা সত্ত্বেও কেন মিলটি বন্ধ করে দিল মিল কর্তৃপক্ষ তা আমরা ভাবতে পারছি না। ভোট মিটে গিয়ে সরকার গঠনের শুভ মুহূর্তে নতুন করে আচমকা মিলটি বন্ধ হয়ে যাওয়াতে সরকারেরই ভাবমূর্তির ক্ষতি করল।

দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি

সোনারপুর সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্পের অন্তর্গত ৫১০টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের জন্য চাল, ডাল, তেল, লবণ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি গুদামজাত করার জন্য এবং উক্ত খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য দ্রব্যাদি গুদাম থেকে ৫১০টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে সরবরাহ করার জন্য বিশ্বস্ত এবং সম্যক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, ব্যবসায়ী, সমবায় সমিতি প্রভৃতির কাছ থেকে দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

দরপত্র সংক্রান্ত 'ফর্ম ও শর্তাবলী' সি.ডি.পি.ও, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণার করণ/কার্য্যালয় থেকে আগামী ১০–০৬–২০১৬ থেকে ২০–০৬–২০১৬ পর্যন্ত বেলা ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত কেবলমাত্র অফিস দিনগুলিতে বিতরণ করা হবে।

পূরণ করা দরপত্র বারুইপুর মহকুমা শাসকের অফিসে সোনারপুর আই.সি.ডি.এস নামাঙ্কিত টেন্ডার বক্সে ২১–০৬–২০১৬ তারিখ বেলা ১১টা থেকে ২টো পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে।

দরপত্র খোলা এবং তৎসংক্রান্ত সভা ২১–০৬–২০১৬ তারিখ বেলা ৩টের সময় বারুইপুর মহকুমা শাসক, দঃ ২৪ পরগণার অফিসে অনুষ্ঠিত হবে।

০১/০৬/২০১৬

তাপস কুমার দাস
প্রকল্প আধিকারিক
সোনারপুর, আই.সি.ডি.এস প্রকল্প
দক্ষিণ ২৪ পরগণা

৬০৫(২)/জেতসদ/২৪ পরঃ(দঃ)/০৩.০৬.২০১৬

মছলন্দপুরে সাফল্যের মিছিল

অরিন্দম রায়চৌধুরী : একদিকে যখন কলকাতার রেড রোডে চলছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় ইনিংসের ঐতিহাসিক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান তখন উত্তর চব্বিশ পরগনার মছলন্দপুরে দেখা গেল তৃণমূলের সাফল্য মিছিল। এদিন ২৭ মে শুক্রবার মছলন্দপুর রেল স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম পার্শ্বস্থ বলাকা ক্লাবের পক্ষ থেকে এই সাফল্য মিছিলের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা তৃণমূলকর্মী বলাকা ক্লাবের অন্যতম কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ কুন্ডুর নেতৃত্বে প্রায় শ'তিনেক যুবক–যুবতী এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডের সুবাদে এলাকায় প্রায়

বছর ছত্রিশের এই যুবকের যথেষ্ট জনপ্রিয়তা আছে। স্থানীয় যুব মানসে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা এতটাই যে এলাকায় কেউ কেউ তাঁকে অনুব্রত মন্ডলের সঙ্গেও তুলনা করে থাকেন। এ বিষয়ে বিশ্বজিৎকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন, 'তাঁর সাথে তুলনা করা মানে আমাকে লজ্জিত করা। তাঁর তুলনায় আমি নিতান্ত নগণ্য। এটুকু বলতে পারি, বিপদে–আপদে এলাকার মানুষের পাশে আমি থাকি, তাই মানুষ আমাকে ভালবাসে।' তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'দিদির নীতি–আদর্শের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। তাঁকে আমি মায়ের মতো দেখি। তিনি এই বয়েসেও যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন রাজ্যের উন্নয়নের জন্য তা বিস্ময়কর। তিনি সত্যিই বাংলার নবরূপকার। তাঁর আদর্শকেই পাথেয় করে আমি চলতে চাই।'

সিপিএমের ঘরে বিয়ে, ছেলেকে ত্যাজ্য মায়ের

বাপিলাল দে : প্রায় নয় বছর ধরে নিজের গর্ভধারিণী মা নিজের ছেলেকে সম্পূর্ণ ত্যাজ্য করাই নয় তাকে তার সমস্ত রকমের অধিকারের থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন। আপরাধ কেবল মাত্র সিপিএম পরিবার থেকে ভালবেসে মেয়েকে বিবাহ করা। আর সেই কারণে দীর্ঘ নয় বছর ধরে মা তার নিজের ছোট ছেলে অরিন্দম চন্দ–এর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ছেদ করেছেন বলে জানা যায়। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়া নিশ্চিন্দা থানা এলাকার ঘোষপাড়া বাজার এলাকার মতো একটি ঘনবসতিপূর্ণ বনেদী এলাকায়। গত শুক্রবার সকাল এগারটার সময় এলাকায় গিয়ে দেখা গেল পুলিশ ও সাধারণ মানুষ ঘিরে রেখেছে বাড়িটিকে। বিষয়টি নিয়ে একাধিক বার পুলিশ এসে মিটমাট করবার চেষ্টা করলেও কাজের কাজ কিছুই হয় নি। ফলে এই বিষয় নিয়ে কেবলমাত্র নিশ্চিন্দা থানার পুলিশই নয়, এলাকার মানুষজন এমনকি স্থানীয় তৃণমূল নেতারাও বিরক্তি প্রকাশ করে চলেছেন। সিপিএম–এর মেয়েকে বিয়ে করার অপরাধে মা যে নিজের ছেলের সঙ্গে এরকম দুর্ব্যবহার করতে পারেন তা তৃণমূল নেতারাও ভাবতে পারছেন না, যা এলাকায় দাড়িয়ে থেকে মানুষজনের কথাতেই বোঝা গেল। একসময় পুলিশকেই বলতে শোনা যায় আপনি মরে গেলে সম্পত্তি নিয়ে স্বর্গে যাবেন? আপনি নিজের কথা নিজেই বলে যাচ্ছেন, কারও কথা শুনছেন না।

কেবলমাত্র সম্পত্তি কিংবা সিপিএম–এর মেয়েকে বিয়ে করাই নয়। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে এলাকাবাসীদের সঙ্গে বৃদ্ধার সম্পর্ক ভাল নয় বলেই জানা গেল। যেমন বাড়ির সীমানা বরাবর রাস্তার ওপরে কেউ যদি সাইকেল, মোটরবাইক রাখেন তাহলে বৃদ্ধা তার বাড়ির ভেতর থেকে সেই সমস্ত যানবাহনের ওপরে জল, আলকাতরা জাতীয় পদার্থ ছিটিয়ে দেন বলে অভিযোগ। তা নিয়ে বহুবার অশান্তিও হয়েছে।

কিন্তু বৃদ্ধাকে এই অন্যায়মূলক আচরণ থেকে বিরত করা যায়নি বলেই মত ব্যক্ত করেন স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য এবং গ্রামসভার সদস্য আশিস চট্টোপাধ্যায়। বরকা বাবু (ভিডিও ক্যাসেট বিক্রেতা), এমনকি ছোট ছেলে অরিন্দম চন্দের অভিযোগ মা আমাকে আমার ঘরের চাঙর খসে যাওয়া অংশ পর্যন্ত সারাই করতে দিচ্ছেন না। বিয়ের প্রথম দিন থেকেই নববিবাহিতা বৌমার গায়ে হাত তোলা, তালা ছুঁড়ে মারা, ঝাটা দিয়ে মারার মতো জঘন্যতম ব্যবহার করে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন অরিন্দম বাবু। তবে সিপিএম পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করবার কারণে মা এই অন্যায় ব্যবহার করছেন তা এককথায় মানতে নারাজ অরিন্দমবাবু।

আর্থিক প্রতারণা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অর্থনৈতিক প্রতারণা চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বাকসাড়া এলাকার বাসিন্দা শুভব্রত দাসকে গ্রেফতার করল রাজস্থানের পুলিশ। গত সোমবার রাজস্থান পুলিশ বাকসারার বাড়ি থেকে শুভব্রত দাসকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় বলে খবর। সদ্য নির্বাচনে দক্ষিণ হাওড়ার প্রার্থীর সমর্থনে তৃণমূল দলের হয়ে কাজ করেছিলেন বলে দলের সূত্রে খবর। তবে তৃণমূল দলের কর্তারা স্বীকার করেন শুভব্রত দাস তৃণমূল দলের একজন সর্বক্ষণের কর্মী হলেও তিনি যে অর্থনৈতিক প্রতারণা চক্রের সঙ্গে যুক্ত তা দলের নেতা নেত্রীরা জানতেন না। এলাকায় এই বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

এতদ্বারা যোগ্য ঠিকাদারদের অবগত করা হচ্ছে যে, NIT NO. 26/kuls24Pgs/2015, তাং 03.06.2016–তে একটি (১) In–door Games Stadium নির্মাণের জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে।

উক্ত টেন্ডার মেমো নং–এর জন্য ২৩.০৬.২০১৬ তারিখ বেলা ৪.০০ টা পর্যন্ত শেষ সময় সীমা ধার্য করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে বিশদ জানতে wbtenders.gov.in ওয়েবসাইটে যোগাযোগ করুন।

নির্বাহী আধিকারিক
কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতি
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

হ্যাং ওভার

রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন শেষ হয়ে ফলও প্রকাশিত হয়েছে অনেকদিন হল। এমনকি বিধানসভা ও সরকার সবই গঠিত হয়ে গিয়েছে। মন্ত্রীরা দপ্তরের কাজও বুঝে নিয়েছেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি নির্বাচনের হ্যাংওভার এখনও কাটে নি। রাজনৈতিক দলগুলি বসেছে বিশ্লেষণে। কোথায় হার, কেন হার! প্রশাসনে নির্বাচন পরবর্তী রদবদল। পাড়ায় পাড়ায় ঝামেলা ঝঞ্ঝাট। চায়ের দোকান, রেস্তরাঁ, অফিস, কাছারিতে নির্বাচনের নানা গুঞ্জন এখনও গুন গুন করছে। সরকারি অফিসে নির্বাচনের পরেই মুখ্যমন্ত্রী দিদির ভাতা নিয়ে কাটা ছেঁড়া যেমন চলছেই। তেমনি হ্যাংওভার কাটে নি সাংবাদিকদেরও। তাঁদের নজর এখন ভোটের গন্ধ মাখা ঘটনার দিকে। কি ঘটেছিল ভোটের দিন, কিভাবে কাটল ভোট গননা পর্যন্ত মাঝে কটা দিন, ফল বেরোতেই কেমন ছিল বাংলার রূপ। এখনও পাড়ায় পাড়ায় কে কি বলছে সবেতেই শ্যেন দৃষ্টি তাঁদের। এমনই সব নজরদারি লেখা উঠে আসবে এই কলমে। চলবে হ্যাংওভার না কাটা পর্যন্ত।

সেই শাসনে মাস্টাররা আজ সন্ন্যাস নিয়েছেন

কল্যাণ রায়চৌধুরী

তখনও গোটা রাজ্যের সম্পূর্ণ ফলাফল সামনে আসেনি। কিন্তু ট্রেন্ড বলে দিচ্ছে, ফল কোন দিকে যাচ্ছে। আর তা দেখেই উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের গণনাকেন্দ্র থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন শাসনের এক সময়ের প্রভাবশালী সিপিএম নেতা কুতুবুদ্দিন। ঘনিষ্ঠ

মহলে আক্ষেপ করে বললেন, 'এমনটা হবে ভাবতে পারিনি। হাড়োয়া বিধানসভাতেও এত ব্যবধানে যে তৃণমূল জিতবে, এটা কল্পনার বাইরে ছিল। ইভিএমে কারচুপি হয়ে থাকতে পারে।' একথা শুনে হাড়োয়ারই এক তৃণমূল কর্মী বলে ওঠেন, 'চোরের মন বোঁচকার দিকে। নিজেরা এভাবেই জিতত বলে সহজভাবে ভাবতে কষ্ট হচ্ছে।' উল্লেখ্য হাড়োয়া বিধানসভায় এবারে তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন হাজি শেখ নুরুল ইসলাম। তাঁর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন জোট সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী ইমতিয়াজ হোসেন। এই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী নুরুল ইসলাম জয়ী হন ৪২ হাজার ৪০৭ ভোটে। এই বিধানসভা এলাকায় রয়েছে শাসন এবং হাড়োয়া এই দুটি থানা। মোট ভোটার সংখ্যা প্রায় দু'লক্ষের কাছাকাছি।

বিগত ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে শাসন অঞ্চলের সিপিএম নেতা কুতুবুদ্দিন, মহঃ ইজরায়েল, মহঃ কাদির আলি, শহিদ আলি, বক্কার প্রমুখ ঘর ছাড়া হয়েছিলেন। এবারে নির্বাচনের মুখে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় আস্থা রেখে খড়িবাড়িতে সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব বিমান বসুর উপস্থিতিতে হওয়া এক প্রচার সভার মাধ্যমে এইসব নেতারা এলাকায় ফেরেন। এরপর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত অর্থাৎ ২৪ এপ্রিল বা ফল ঘোষণা পর্যন্তও এরা নির্বিঘ্নেই এলাকায় ছিলেন বলে খবর। নির্বাচনে দলের তরফে সক্রিয় ভূমিকাও এরা পালন করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু ফল বেরোতেই ঘর ফেরত এইসব সিপিএম নেতারা ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে উঠছে নানা প্রশ্ন। যদিও এই ব্যাপারে শাসকদলের কোনও ভূমিকা নেই বলে তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। তবে এদের ঘর ছাড়ার কারণ হিসেবে সিপিএমের পক্ষ থেকে তৃণমূলের চোখ রাঙানিকেই দায়ী করা হয়েছে। এব্যাপারে স্থানীয় তৃণমূল নেতা মতিয়ার সাঁপুই বলেন, 'কুতুব, বক্কার এরা তো ফল বেরনোর আগের দিন পর্যন্তও বাড়িতে ছিল বলে জানি। তবে নজরুল, ইজরায়েলরা ভোট মিটতেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু এদের কেউই তাদের উপর কোনও হুমকি বা অত্যাচারের অভিযোগ করতে পারবে না। আসলে বাম আমলে ওরা ভেড়ি লুঠ, তোলাবাজি, সন্ত্রাস, তছরুপ এসব করেছে। তাই এলাকার মানুষের রোষে পড়ার ভয় আঁচ করে হয়তো পালিয়েছে। একই সুরে বারাসত ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইফতেকারউদ্দিন বলেন, 'ওরা ঘরে ফেরায় আমাদের তো কোনও ক্ষতি হয়নি। দলের তরফে কিছু করাও হয়নি। বরং ওদের সব রকম সহযোগিতার জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলাম। তবে তবে বিগত দিনে নিজেদের কৃতকর্মের ভয়েই হয়তো নিজেরা আগেভাগে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে থাকতে পারে।' প্রসঙ্গত, শাসনের একসময়ের মুকুটহীন সম্রাট তথা সিপিএম নেতৃত্ব মজিদ মাস্টার আজও এলাকায় ঢুকতে পারেননি। নির্বাচনের আগেই একদা শাসনের ত্রাস এই নেতাকে মহামান্য আদালত অবশ্য ঘরে ফেরার ছাড়পত্র দেন। সেই ছাড়পত্রে মজিদ মাস্টার ঘরে ফেরার চেষ্টা করলে স্থানীয় গ্রামবাসীরা তাকে বাধা দেন। সেসময় উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সিপিএম নেতৃত্ব তথা দলের পক্ষ থেকে তিনি কোনও সহযোগিতা পান না। ফলে তিনি এলাকা ছেড়ে চলে আসেন বারাসতে। জানা গিয়েছে, বর্তমানে এই মজিদ মাস্টার বারাসতের কাজিপাড়ায় একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস করছেন। তিনি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত। সূত্র থেকে জানা যায়, বর্তমানে দলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সক্রিয় রাজনীতি থেকে তিনি নিজেকে প্রায় গুটিয়ে ফেলেছেন। শিক্ষাগত যোগ্যতায় তিনি স্নাতক হলেও ইংরাজিতে বিশেষ সাম্মানিকতায় নতুন করে পড়াশুনো শুরু করেছেন। এখন এটাকেই তিনি একমাত্র সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। তবে শাসনে সিপিএমের রাজ্যপাটের অবসান নিয়ে দলের জেলা নেতৃত্ব যতই শাসকদলের দিকে অভিযোগের তির নিক্ষেপ করুক না কেন, কার্যত মজিদহীন শাসন সিপিএমশূন্য হতে বাধ্য হতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নেই বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ।

তবে মজিদ মাস্টার প্রসঙ্গে শাসনের বাসিন্দাদের বক্তব্য, শাসনে এখন শান্তির বাতাবরণ বিরাজ করছে। তাই তারা নতুন করে আর আতঙ্কের পরিবেশ ডেকে আনতে চাননা। এই সত্যতার প্রমাণ তাই ফলাফলে, জানান বাসিন্দারা।

শিক্ষাব্যবস্থা কি তলানিতে ঠেকেছে?

সুজয় সাধুখাঁ

ভোটের আবহাওয়া শান্ত হতে না হতেই বিক্ষিপ্তভাবে এখন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে দেখা যায় বিভিন্ন কলেজগুলিতে ছাত্ররা যেভাবে রাজনৈতিক হিংসা ছড়াতে শুরু করেছে তাতে করে পড়াশোনার পাঠ উঠে যাওয়ার জোগাড়। আমরা সবাই জানি যে শিক্ষাক্ষেত্র এখন কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। কলেজে ছাত্রনেতাদের দাপাদাপি দেখলে বোঝা যায় যে কিভাবে তারা শিক্ষামহলের মাথা দিনে দিনে হেঁট করাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে। প্রায় প্রতি বছর বছর কলেজে ভর্তি হওয়া নিয়ে গন্ডগোল শুরু হয়। আমরা দেখি হয়ে যে নেতা-মন্ত্রীদের পকেট ভরানোর যেমন সারদা-নারদের মতো গৌরী সেনরা রয়েছেন ঠিক তেমনি ছাত্রনেতাদের পকেট ভরানোর জন্য পড়ুয়াদের অভিভাবকরা রয়েছেন। ফলে এই দুই পেশাতেই যে রমরমা বাজার আছে তা আর খোলসা করে বলার কিছু নেই। সম্প্রতি আমরা দেখলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে বয়কট করছে কীভাবে তারা কলেজ ঘেরাও করছে। এর থেকে একটা ছবি স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে কলেজে এমন কিছু পড়ুয়ারা আছে যারা প্রতিনিয়ত ক্যামেরাবন্দি হওয়ার চেষ্টা করে এবং তারা তাদের হিংস্র চরিত্রটাকে কীভাবে তারা ফুটিয়ে তুলবে সেটার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। যাইহোক আমরা এও জানতাম যে, শিক্ষাক্ষেত্রে পঠন পাঠন হয়। এখন সেই ছবি দিনে দিনে ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। তার বদলে জ্বল জ্বল করে উঠছে ছাত্রদের হানাহানি, ক্লাস বয়কট, কলেজ ঘেরাও, অধ্যাপকদের মারধর, ছাত্রীদের শ্লীলতাহানি ইত্যাদি। ফলে এইসব ছবি সত্তর আশির দশকের মাস্টারমশাইরা যখন টেলিভিশনে দেখেন তখন তাদের চক্ষু যে চড়কগাছ হয় তা আর বলার উপায় রাখে না। অন্যদিকে কলকাতার কলেজগুলোতে ঢুঁ মারলে দেখা যায় ঝাঁ চকচকে ক্লাসরুম, বইপত্তরে ঠাসা লাইব্রেরি, উন্নত ধরনের সাউন্ড সিস্টেম, পরিষ্কার বাথরুম। আর তার পরেও দেখা যায় পড়ুয়ারা কলেজে ভর্তি হওয়ার পর ক্লাসমুখীই হয় না।

এবার আসি কলেজ ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে। ভাল নামকরা কলেজে ভর্তি হতে চায় অনেক ছাত্রছাত্রীরা। কিন্তু মার্কশিটে 'ভাঁড়ে মা ভবানী'। তাহলে কি হবে? লে হালুয়া! কোনও চিন্তা নেই অতিরিক্ত পনেরো থেকে কুড়ি হাজারের মত কড়ি খসালেই তাবড় তাবড় কলেজে ভর্তির সুযোগ হয়ে যাবে। কে করিয়ে দেবে? একটু কষ্ট করে ছাত্র সংগঠনের নেতাদের কাছে গিয়ে যখন অভিভাবকরা তাদের পকেট গরম করবেন তখন সঙ্গে সঙ্গে না হলেও একটু ঘাম ঝড়ালেই আর দৌড়াদৌড়ি করলেই ভর্তির সুযোগ পেতে পারেন। অবশ্য তারপর যদি প্রতিশ্রুতি পালন না হয় তাহলে লবডঙ্কা ছাড়া আর কিছুই জুটবে না কপালে অর্থাৎ ঢাক ঢুলি দুটোই হাতছাড়া হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতি প্রবেশ করতে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হল শিক্ষামহল?

এই প্রশ্নটা কিন্তু এখন বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই ধরুন দূরদর্শনের কল্যাণে তো আমরা অতীতে কত রঙ্গতামাশা দেখেছি যে শিক্ষক এবং ছাত্রদের সুসম্পর্ক ধীরে ধীরে অবনতি হচ্ছে। কিন্তু কি কারণে? সম্প্রতি প্রতিটি কলেজের অধ্যাপকদের অভিযোগ ছাত্ররা কলেজে ভর্তি হওয়ার পর ক্লাসমুখী হয় না একবারে তাদের পরীক্ষার সময় দেখা যায়। আবার কিছু কিছু ছাত্রছাত্রীদের দেখা যায় যে পড়াশোনার পাট শিকেয় তুলে রাজনীতিকে তাদের সর্বস্ব মনে জায়গা দিয়ে দেয়।

পরিশেষে বলি, আমরা যেসব ঘটনা আজকের দিনে দেখি বা কানে শুনি এইসব পরিস্থিতিগুলো কিছু অতীতে মাটি খুঁড়ে বের হতে দেখা গিয়েছিল সিপিএমের আমল থেকে। তারা শুধু হোমের আগুনটুকু জ্বালিয়েছিল। তারপর পরিবর্তনের হাওয়ার সাথে সাথে শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের একাংশ তার মধ্যে ঘি-এর ছিটে দিয়ে উচ্চহারে সেটাকে জ্বালতে শুরু করিয়েছে। তবে এইসব ঘটনা যে কবে শেষ হবে তার কোনও হদিশ নেই আপাতত। কবেই বা শিক্ষকরা আগের মতো সম্মান পাবে তাও বলা বেশ কঠিন। আমরা জানতাম বিভিন্ন চাকরি করলে সেটাকে চাকরি বলে গণ্য করা হত আর শিক্ষকতার চাকরি করলে তার সম্মান একটু উঁচুতেই থাকত। কিন্তু বর্তমানে এই পেশা থেকে দেখা যায় অনেক শিক্ষক বেরোতে পারলে বোধহয় তারা হাঁফ ছেড়ে বেঁচে যান।

মা-মাটি-মানুষের সরকারকে ধন্যবাদ

বাংলার নবরূপকার, বাংলার উন্নয়নের কান্ডারী মমতা ব্যানার্জীর হাত ধরেই বাংলা আরো সমৃদ্ধ হবে।

সৌজন্যে

গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাস

উপ-প্রধান
কামরা গ্রাম পঞ্চায়েত
সভাপতি
কামরা দেবাঞ্জলী সংঘ
দঃ ২৪ পরগনা

আজকের ফুল

বহুগুণসম্পন্ন বড়নখা

জয়িতা কুন্ডু

এই আগাছা কচুরীপানা গোত্রীয় হলেও কচুরীপানা গাছ ও ফুলের সঙ্গে এর অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত জলজ ভূমি বা ধানক্ষেতের ভিতরেই এই অপরূপ ফুলের দেখা মেলে। এই ফুলের বাংলা নাম বড়নখা এবং বিজ্ঞানসম্মত নাম Monochoria Hostata তবে মাঠের শ্রমজীবী মানুষ ছাড়া কেউই সচরাচর এই ফুল দেখেননি। কচুরীপানার মতো এই উদ্ভিদের পাতা গোলাকার নয়। এর পাতা লম্বা এবং দেখতে অনেকটা বর্শার ফলার মতো। বড়নখা ফুলটিও দেখতে বড়ই শৌখিন। সাধারণত গাঢ় নীল ও বেগুনী রঙের হয়ে থাকে এই ফুল। বড়নখা গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হলেও এই গাছ বহু ভেষজ গুণসম্পন্ন।

বড়নখা গাছের শিকড়ের রস দাঁতের ব্যথা, পেটের রোগ, যকৃতের অসুখে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কাণ্ডের ছাল হাঁপানি রোগ নিরাময়ে সহায়তা করে। একটি আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্র এই ফুলকে বিপদপন্ন বলে চিহ্নিত করেছে।

জামাই বরণে ফেলু মোদক

রিম্পি ঘোষ

দেখতে দেখতে চলে এল জামাইষষ্ঠী। অক্ষয় তৃতীয়ার পর আরেকটি বড় উৎসব। আর বাঙালির উৎসব মিষ্টি ছাড়া অসম্পূর্ণ। বাংলার মিষ্টির খ্যাতি বিশ্বজুড়ে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সর্ববৃহৎ অসংগঠিত কুটির শিল্প এই মিষ্টান্ন শিল্প। বাঙালির মাছ ও মিষ্টি খুবই প্রিয় দুটি পদ। বিশেষ করে রসগোল্লা, জলভরা ও দই হলে তো কথাই নেই। সারা মাস বিশেষ করে উৎসবের মরসুমে এর চাহিদা আরও বেড়ে যায়। শুধু তাই নয় বেশি বিক্রির জন্য প্রথাগত মিষ্টির পাশাপাশি নিত্য নতুন মিষ্টি তৈরি করতে হয়। এই নিত্য নতুন মিষ্টি প্রস্তুত ও তার অভিনবত্বে রেষারেষি চলে বিভিন্ন মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির মধ্যে। হুগলি জেলার রিষড়ার ১৬৫ বছরের প্রাচীন এমনই এক মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী সংস্থা ফেলু মোদকের কর্ণধার অমিতাভ মোদক জানান, তাঁদের দোকানের তৈরী মিষ্টির সুনাম সর্বত্র।

ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ এই দোকানের মিষ্টি খেতে ভালোবাসতেন। প্রায় ১১০ বছর আগে ডাচেরা ছানার ব্যবহার প্রথম শুরু করে এই জেলায়। সেই থেকে মিষ্টিতে ছানার ব্যবহারের চল। নিত্য নতুন মিষ্টি প্রস্তুত ও তার অভিনব মিষ্টি প্রস্তুতে এই সংস্থার জুড়ি মেলা ভার। যেহেতু গরমকালে এই জামাইষষ্ঠী উদযাপিত হয় তাই আম দিয়ে সন্দেশ তৈরি করা হয়। এই বছর এর সঙ্গে নতুন সংযোজন 'নীরা'র তৈরী 'শুভ জামাইষষ্ঠী' লেখা সন্দেশ। পিস পিছু এর দাম প্রায় ৩৫ টাকা। প্রধানত নারকেল গাছের অপরিণত ফুল থেকে বের হওয়া মিষ্টি স্বাদযুক্ত হালকা ক্রিম রঙের আনফারমেন্টেড রসই 'নীরা' নামে

পরিচিত। এছাড়া, 'নীরা' থেকে ভ্যানিলা ফ্লেভারযুক্ত 'মালঞ্চ', 'কল্পরসা', 'কেশরপ্যাঁড়া' ইত্যাদি মিষ্টি তৈরি করা হয়। প্রায় ১ কেজি ছানার সঙ্গে প্রায় ৩৫০ গ্রাম 'নীরা'র রস মিশিয়ে ডাবল হিটেড ব্রয়লারে এই মিষ্টি তৈরি করা হয়। এতে খাদ্যগুণ বজায় থাকে। এর পাশপাশি 'নীরা'র তৈরী 'সুগার ফ্রি' রসমালাই এবারের জামাইষষ্ঠীর বিশেষ আকর্ষণ। এছাড়া, থাকছে আমের রাবড়ি।

হুগলি জেলার মানকুন্ডুর এমনই এক মিষ্টান্ন বিক্রেতা শৈবাল মোদক জানান, গত প্রায় দেড়শো বছর ধরে তাঁদের এই মিষ্টান্নের ব্যবসা। প্রায় দেড়শো বছর আগে এই ব্যবসার সূত্রপাত। বংশ পরম্পরায় এই ব্যবসা চলে আসছে। এই দোকানের মিষ্টির সুখ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই এদের দোকানের মিষ্টির চাহিদাও আকাশছোঁয়া ও ক্রেতার সংখ্যাও নেহাৎ মন্দ নয়। তাই চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রোজই প্রচুর মিষ্টিও তৈরি হয়। প্রতি বছরই বিভিন্ন অনুষ্ঠান-পার্ব্বনে ক্রেতাদের সন্তুষ্টির জন্য নিত্যনতুন মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা হয়।

এইবার জামাইষষ্ঠীর কথা মাথায় রেখে মরসুমি ফল কাঁঠালের সন্দেশ, লিচুর পায়েস ও সন্দেশ, আমের দই ও জলভরা প্রস্তুত করা হচ্ছে বলে শৈবাল বাবু জানান। আমের জলভরার মধ্যে রসের পরিবর্তে জেলি থাকছে। এগুলির দাম সব শ্রেণীর ক্রেতাদের নাগালের মধ্যে রয়েছে। চুঁচুড়ার ৫১ বছরের পুরোনো মিষ্টির দোকান 'কৈরী সুইটসে'র কর্ণধার অরূপ কৈরী জানান, প্রতিবছরের মত এই বছরও জামাইষষ্ঠীতে থাকছে বিশেষ পদ। আমের রসমালাই, আমের চাপ, আমের রসগোল্লা, নরম পাঁকের জলভরা, পটলের মিষ্টি ইত্যাদি। 'হানিডিউ' নামের এক ধরনের সবুজ রঙের মিষ্টি এইবারের জামাইষষ্ঠীর মুখ্য আকর্ষণ। মূলত এই বিশেষ ধরনের মিষ্টির উদ্ভাবক এই 'কৈরী সুইটস'। মিষ্টির ভেতরে থাকে জায়ফল,জয়িত্রী। মিষ্টির এপরে থাকে দুধের ক্রিম ও কাজুবাদাম। সবমিলিয়ে সাধ ও সাধ্যের মধ্যে এবারের জামাইষষ্ঠী জমজমাট।

মাঙ্গলিকী

সাহিত্য প্রতিশ্রুতির উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৫শে বৈশাখ, ১৪২৩ (ইং ৮ মে, ২০১৬) রবিবার সন্ধ্যা ৫টায় সাহিত্য প্রতিশ্রুতির উদ্যোগে কবিগুরুর ১৫৬তম জন্মতিথি উদযাপন ও সাহিত্য–প্রতিশ্রুতির বৈশাখ সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান হয় কেন্দুয়ার কে কে দাস কলেজ ভবনে।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত কবি রত্নেশ্বর হাজরা, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা বসু, রাণা চট্টোপাধ্যায়, সুভদ্রা ভট্টাচার্য, সুশীল মন্ডল ও অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ প্রসাদ চক্রবর্তী (কে কে দাস কলেজ) প্রমুখ বিশিষ্টজন।

কবি গৌতম পলমলের উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কবি প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন উপস্থিত সকল বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকগণ।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ও কার্যাবলীর ব্যাখ্যা করেন কবি–সাহিত্যিক–সম্পাদক নিতাই মৃধা মহাশয় তার কাছে এই দিনটি রবীন্দ্র পুজোর দিন। তিনি কবিগুরুর সুরে ছন্দে, কবিতায় ও গানে প্রতিবছর এই দিনটি পালন করে থাকেন। বৈশাখ সংখ্যা উদ্বোধন করেন কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য কবিগণ। কবি কৃষ্ণা বসুর ভাষণ ও কবিতায় সবাই চমৎকৃত হন। এরপর একে একে সব কবিরাই কবিতাপাঠে অংশগ্রহণ করেন।

বিশিষ্ট শিল্পী ইন্দ্রাণী সেন ও শ্রাবণী সেনের স্নেহধন্যা ছাত্রী, শ্রীমতী শিল্পশ্রী রায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুষ্ঠানটিকে এক নতুন মাত্রা দান করে। এছাড়া দূরদর্শন শিল্পী করবী ঘোষের গান সকলকে মুগ্ধ করে। অবশেষে অধ্যক্ষ মহাশয়ের ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে। গানে কবিতায়, সুরে ও ছন্দে এই সন্ধ্যাকালীন অনুষ্ঠানটি খুবই উপভোগ্য হয়ে ওঠে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সম্পাদক নিতাই মৃধা ও শিশুসাহিত্যিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (গড়িয়া)।

জমে গেল ৬ জাদুকরের আড্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪ জন বরিষ্ঠ ও ২ জন যুবা জাদুকর, তথা সমীর গুহঠাকুরতা, সতীপ্রসাদ সরকার, সুশীল দে, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরজিৎ ও বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী জমিয়ে দিলেন ৮ মে বরিশার জাদু আড্ডা। জাদু নিয়ে নানান আলোচনায় আবার জাদুও দেখালেন নানা রকম। জাদু প্রদর্শনীর সময়ে অংশগ্রহণ করল ক্ষুদে জাদুকর সূর্য। তাঁর বাবাও তখন আড্ডায় উপস্থিত।

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় শোনালেন সম্প্রতি বিশ্ববন্দিত জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়রের বিশেষ সম্মান লাভ (বিরাট 'দর্শন ভিজিট' সহ)। সতীপ্রসাদ সরকার স্মৃতিচারণ করলেন জাদু সম্রাট পিসি সরকার সিনিয়রের; বললেন তাঁর বন্ধু 'কাছের মানুষ' পিসি সরকার জুনিয়রের নানান কথা। জাদুকর সুশীল দে বললেন সাধারণভাবে জাদুকরেরা অনুষ্ঠানের আয়োজকদের কাছে যথাযথ সম্মান পান না। এর মূল কারণ সাধারণভাবে জাদুকরেরা প্রকৃত শিক্ষিত নন, এই কথাই বললেন জাদুকর সমীর গুহ ঠাকুরতা। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, খেলা নয়, খেলার নিজস্ব প্রদর্শন ভঙ্গী, খেলার সাথে উপযুক্ত গল্প বলার ওপরেই নির্ভর করছে পেশাদারি জাদু প্রদর্শনীর ডাক পাওয়ার— এটাই তার ৫৭ বছর ধরে জাদু প্রদর্শনী দেওয়ার অভিজ্ঞতা। অতঃপর জাদুপ্রদর্শনী। জাদুকর সুরজিত দেখালেন নতুন ছবির ফ্রেমের খেলা, সিল্কের খেলা। জাদুকর বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী দেখালেন নতুন সিল্কের স্কার্ফের খেলা, রঙীন দড়ির খেলা, তাসের খেলা। বরিষ্ঠ জাদুকর সুশীল দে দেখালেন পেপার রিবন টিউয়ের খেলা। দেখালেন বড় রঙীন তাসের খেলা, এসব খেলাই শ্রী দে নিজের হাতে তৈরি করেন, যা বিশেষ প্রশংসনীয়। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখালেন বিদেশ থেকে উপহার পাওয়া 'ভূতের ম্যাজিক' একটি তাসের পিঠে আঁকা ভূতের ছবি চোখের পলকে লাফিয়ে গেল অন্য তাসের পিঠে। আরও দেখালেন বৈঠকী জাদু, 'মেন্টাল স্পট'–এর নিজস্ব প্রকাশিত 'ভার্সান'। দুটি খেলারই কৌশল তিনি ব্যাখ্যা করলেন। বালক 'জাদুকর' সূর্য তাসের প্যাক নিয়ে মনের ম্যাজিক দেখালো —'বালক' এগোচ্ছে।

আড্ডার জননী শ্রীমতী গুহ ঠাকুরতা যথারীতি সকলকে চা পানের ব্যবস্থার মাধ্যমে জাদু আড্ডার প্রতি জননীর স্নেহের কথাই বললেন... ২৫শে বৈশাখের জাদু আড্ডা এই ভাবেই জমে গেল...

জাদুকর অশোক বিশ্বাস অ্যান্ড ট্রুপ আবার সিকিমে...

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের 'সং অ্যান্ড ড্রামা ডিভিশনে'র নথিভুক্ত শিল্পী জাদুকর অশোক বিশ্বাস অ্যান্ড ট্রুপ আবারও সরকারি কার্যসূচি অনুয়ায়ী সিকিমের বিভিন্ন অঞ্চলে জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রান্তিক সুযোগ প্রাপ্ত জনজাতির সামনে তুলে ধরছেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিবিধ কল্যাণমূলক পরিকল্পনার কথা। এই সব পরিকল্পার মধ্যে আছে 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান', 'পরিচ্ছন্ন ভারত বার্তা', 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও', 'মিশন ইন্দ্রধনুশ' পরিকল্পনা ও আরও অনেক অনেক পরিকল্পনা। ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ বলেছিলেন ''নাটকে লোক শিক্ষে হয়''। জাদুও হল নাটক; যেখানে এক ব্যক্তি জাদুকরের ভূমিকায় অভিনয় করে, বিস্ময় সমৃদ্ধ আনন্দদানের মাধ্যমে মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে পারেন। যে জাদুকর এই কাজটি খুব ভাল ভাবে করতে পারেন, তিনিই হলেন 'জাদু শিল্পী', শুধুই 'জাদুকর' নন।

অশোক বিশ্বাস এই রকমই এক উন্নত মানের জাদু শিল্পী। তাই ভারত সরকার দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনজাতি মানুষদের জীবন যাপনের উন্নতি কল্পে যে সব পরিকল্পনা নিয়েছেন, সেই সব পরিকল্পনার কথাই জাদুশিল্পী অশোক বিশ্বাস অ্যান্ড ট্রুপ আবারও তুলে ধরছেন সিকিমের দিকে, দিকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে...

এবারে অশোক বিশ্বাসের সিকিম ট্যুর ২০ মে থেকে ৩০ মে। কেন্দ্রীয় সরকারের সং অ্যান্ড ড্রামা ডিভিশনের উপরোক্ত সমগ্র পরিকল্পনাটি যাঁর দায়িত্বে রয়েছে তিনি হলেন ডেপুটি ডিরেক্টর শ্রীমতি বি. পাল চৌধুরী।

বাংলার জাদু জগতের তরফে জাদুকর অশোক বিশ্বাস অ্যান্ড ট্রুপের জন্য রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ঈশ্বরের খোঁজে এক অভিনব নাট্যপ্রয়াস

কেকা আইচ : নদীর ঘাটে দেখা দুই যাত্রাভিনেতার। একজন হিটলার সাজেন, অন্যজন বিদ্যাসাগর। কে কার পালা কতটা জমাতে পারে এই নিয়ে তৈরি হয় নাট্য ঘটনার বুনন। হিটলার গিয়ে মিশে যান জননেতা শান্ত'র শরীরে। শুরু হয় জননেতা হিটলারী তান্ডব। অন্যদিকে বিদ্যাসাগর বন্ধু ঈশ্বরকে নিয়ে প্রান্তিক মানুষদের শিক্ষা ও প্রতিস্পর্ধী। কারণ এই সময়ে আমরা শিক্ষার অঙ্গন থেকে বিদ্যাসাগরকে নির্বাসন দিয়েছি বলেই, দেখা দিয়েছে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। হিটলারী অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের নয়া পাঠশালার বর্ণপরিচয়ের পাঠ অভিযান দিয়েই শেষ হয় সংলাপ কোলকাতার নতুন নাটক ''ঈশ্বরের খোঁজে'' এই নাটকে দ্রোণ আচার্য্যের সঙ্গীত ও নীল কৌশিকের মঞ্চ ভাবনা এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। সুদীপ সান্যালের আলো ও রঞ্জিত দত্তর রূপসজ্জা এবং অনিন্দ্য নন্দীর ধ্বনি নাটকের মূল সুরটিকে ধরতে সাহায্য করেছে। অভিনয়ে বিতানবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাসাগর) ও গুরুপদ মিত্র (হিটলার) অতি চমৎকার। শুভ অশুভের দোলাচলে জারিত জননেতার চরিত্রে কুন্তল মুখোপাধ্য অনবদ্য। অন্যান্য চরিত্রে হরপ্রসাদ চক্রবর্তী, শংকর গাঙ্গুলি, অমল আচার্য, পিয়ালি ব্যানার্জী ও শর্মিলা বসুর অভিনয় প্রশংসনীয়। মঞ্চের ব্যবহারে, দৃশ্য নির্মাণে অভিনেতাদের অভিনয়ে হারমণি প্রনয়নে এবং নাট্যকৌতুহলকে জারিত করে রাখার মুন্সীয়ানার কৃতিত্ব অবশ্যই পরিচালক কুন্তল মুখোপাধ্যায়ের।

কল্যাণগড়ে রবীন্দ্র প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার অশোকনগর–কল্যাণগড় পুরসভার অন্তর্গত কল্যাণগড় নট্টপাড়া। গত রবিবার ২২ মে রামকৃষ্ণ সঙ্গীত শিক্ষা নিকেতনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠান কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় 'রবীন্দ্র প্রণাম' অনুষ্ঠান। এদিন দুটি নাটক ও একটি শ্রুতিনাটক মঞ্চস্থ হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কবি ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা তার বক্তব্যে বলেন, আজকের প্রজন্মকে শুধু রবীন্দ্রনাথ , পাশাপাশি নজরুল, জীবনানন্দ দাশ, অক্ষয়কুমার বড়াল, অতুল প্রসাদ, সজনীকান্ত দাস, রজনীকান্ত সেনের কবিতা ও গানের সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে হবে। তাদের আধুনিক গানের পাশাপাশি রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল গীতিতেও আকৃষ্ট করতে হবে।'

তিনি এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। পরে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশি' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। এদিনের অনুষ্ঠানের সঙ্গীতে অংশ নেন তমালিকা বিশ্বাস, মীরা বিশ্বাস। তবলায় ছিলেন মমতা গাইন (নট্ট)। নৃত্যপরিবেশন করেন নূপুর রায়, অঙ্কিতা নট্ট প্রমুখ। অভিনয়ের গুণে এবং সন্তু দাসের নির্দেশনায় নাটক দুটি প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জয়ন্ত কুমার মালি।

রবীন্দ্র–নজরুল জয়ন্তী উত্তর ২৪ পরগনায়

অরিন্দম রায়চৌধুরী: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে বুধবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় রবীন্দ্র–নজরুল স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন বারাসতের রবীন্দ্র ভবনে বিকেল পাঁচটায় রবীন্দ্রনাথের ১৫৫তম ও কাজী নজরুল ইসলামের ১১৮ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের শিক্ষা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের স্থায়ী কর্মাধ্যক্ষ রণজিৎ দাস। উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের আধিকারিক অনিন্দ্য গঙ্গোপাধ্যায়, বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়, এডিআইসিও প্রসেনজিৎ মন্ডল, অতিরিক্ত জেলা শাসক সহ মনোজ পাল, সুনীল মন্ডল প্রমুখ। এদিন রবীন্দ্রভবনের ভূতল সভাকক্ষে প্রায় ২৫ জন শিল্পী ও দুই শতাধিক দর্শকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে। এই একই দিনে বসিরহাটের মহকুমা তথ্য কেন্দ্রে ও ব্যারাকপুরের মহকুমা প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে নজরুলের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। বসিরহাটের এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১৫ জন শিল্পী ও প্রায় দেড়শত দর্শক উপস্থিত ছিলেন বলে জানালেন বসিরহাট মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক প্রদীপ্ত আচার্য। ব্যারাকপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রাণা দেব দাস জানালেন, প্রায় ২০ জন শিল্পী ও ২০০ দর্শকের উপস্থিতির কথা। উল্লেখ্য এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মহকুমা শাসক পীযূষ গোস্বামী।

রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যা পালিত হল

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি কলকাতা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যা। অনুষ্ঠানে ফাইজা সিদ্দিকি পরিবেশন করেন ''নজরুলের কবিতা''। সুবীর হালদার, স্নিগ্ধা মিত্র রবীন্দ্র নাথের কবিতা আবৃত্তি করেন। শিশু শিল্পী স্বপ্ন চৌধুরী শোনায় ''আমরা সবাই রাজা''। অনুষ্ঠানে নজরুল গীতি পরিবেশন করেন কমলিকা চট্টোপাধ্যায়। তার গলায় মুসাফির গানটা আলাদা মাত্রা পেয়েছে। কৃষ্ণেন্দু সেন শোনালেন– নজরুল গীতি 'মনে পড়ে', সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায় তার সুললিত কণ্ঠে শোনান রবীন্দ্র–নজরুল ও শুভ দাশগুপ্তর কবিতা। ক্লাবে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্য। তিনি এই ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের অনুষ্ঠানে আসতে পেরে সবাইকে অভিনন্দন জানান। সব শেষে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন জয়তী চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন প্রজ্ঞা পারমিতা।

পত্র–পত্রিকার আলোচনা

অনুরঞ্জন

(সমরজিত চক্রবর্তী–র গল্প সংকলন) মূল্য ১০০ টাকা শব্দকিরণ পত্রিকার সম্পাদক সমরজিত চক্রবর্তী ছোটগল্প রচনায় তাঁর মুন্সিয়ানার পরিচয় ইতিপূর্বেও রেখেছেন। লেখকের বর্তমান গল্প–সংগ্রহে সেই সুনাম কেবল অক্ষতই নেই, বিকশিত হয়েছে। নতুন গ্রন্থটিতে পাওয়া গেল বেশ কয়েকটি সংবেদনশীল গল্প। সমাজের নানা স্তরে নিত্যদিনের নানান ঘটনা, বঞ্চনা, ভণ্ডামী, ভনিতার নিটোল টউকরো টুকরো ছবি নিরাবেগ ভাবে তুলে ধরেছেন একের পর এক গল্পে। সমরজিতের গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মেলোড্রামা–পরিহার। নেই ভনিতা–র ছদ্ম–আচ্ছাদন, সেই কারণে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠকদের মনযোগ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন লেখক। পাঠকদের বিবেককে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়েছেন সং–বাস গল্পটিতে। বৃষ্টিভেজা ভোর, সুন্দরলাল, খেলা প্রভৃতি গল্পগুলিও উজ্জ্বল। বইটির ছাপা ও প্রচ্ছদেও রুচির ছাপ সর্বত্র। প্রকাশক স্রোত পাবলিকেশন, মুর্শিদাবাদ।

অনন্ত সৃজনে কেন ডাকো

(নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা সংকলন– মূল্য ১০০ টাকা) নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অষ্টম কবিতার বইটির সর্বাঙ্গে যত্ন ও রুচির স্পর্শ। ব্যঞ্জনাময় প্রচ্ছদের সাথে উপরি পাওনা পাতায় পাতায় প্রচুর রেখাচিত্র। নানা রসের কবিতা এই সংকলনে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তবে মূল সুরটি বাঁধা আছে, জীবনকে নিবিড় করে দেখার অনবদ্য প্রয়াস। প্রকৃতি ও জীবন কিভাবে একে অপরের মধ্যে মিলেমিশে গিয়েছে। ভ্রমণ, নাগরিক, প্রতিপদের দুঃখ, দু–মুঠো অন্ন খুশী, ছুট, গেরস্থালী ঘাম, আমার পড়োশি, ঘ্রাণ অক্ষয় প্রমুখ একগুচ্ছ মন ভালো করা কবিতা রয়েছে এই সংকলনটিতে। আগামীতে আসবে যারা, ভালবাসা জড়িয়ে নিতে ঘ্রাণে/তাদের জন্য বৃষ্টি পড়ে এজীবন ধরে, এ ভুবন ঘিরে... (ঘ্রাণ অক্ষয়), দেবতার কাছে আমি কি চাইতে পারি/নরম মেঘ আর মোমের উষ্ণতা (চাওয়া), শুকোতে দিই ফেলে আসা গানের অলৌকিক স্বরলিপি (অনন্ত সৃজনে কেন ডাকো) — এমন আরও বলিষ্ঠ কলমের আঁচড় গোটা বই জুড়ে। (প্রিয়শিল্প প্রকাশন, ৫ আনন্দপল্লী, যাদবপুর, কলকাতা–৭০০ ০৩২/৯৩৩৯১০১৮৫০)

কবিমন

(বৈশাখ ১৪২৩–সম্পাদক, নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়) ১৯ বছরে পড়ল এই পত্রিকা। নজর–কাড়া মলাট, বড় ফরম্যাটে তৈরি পত্রিকা আজকাল খুব বেশি চোখে পড়ে না। এই সংখ্যায় ভবেশ বসু, গোলাম রসুল, নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুচ্ছ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে এক–একটি পাতা জুড়ে। সাধু প্রয়াস, একজন কবি–কে ভালো ভাবে চেনা যায় এভাবে। এ মাসের কবি শিরোনামে সঞ্জয় রায়ের চারটি কবিতা– তার মধ্যে কালী সম্ভবতঃ সেরা কবিতা। দুটি বা তিনটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে সুনীল মাজি, অমিত গঙ্গোপাধ্যায়, রণধীর কুমার দে, বিশ্বেশ্বর রায়, দেবাশিস চক্রবর্তী, লক্ষ্মীকান্ত কর, উত্তম সাহা প্রমুখের। এছাড়াও কলিশংকর বাগচি, দিশারী মুখোপাধ্যায়, অলক জানা, পঙ্কজ মন্ডল প্রমুখেরা ভালো কবিতা উপহার দিয়েছেন। তারাশঙ্কর দত্তের ছড়াটি আদ্যন্ত উপভোগ্য। কমল তরফদারের ধারাবাহিক নিবন্ধটি (স্পেন ও লাতিন আমেরিকা...) কৌতুহলোদ্দীপক, তবে স্প্যানিশ সভ্যতার প্রতি নিবন্ধকার খড়্গহস্ত কেন বোঝা গেল না। সম্পাদিকার লেখা গল্পটিতে নতুন কিছু পাওয়া গেলা না, ফ্ল্যাশব্যাকের ক্লিশে ব্যবহার এড়াতে পারেনি। (পত্রিকার ঠিকানা — প্রিয়শিল্প প্রকাশন, ৫ আনন্দপল্লী, যাদবপুর, কলকাতা ৭০০ ০৩২/৯৩৩৯১০১৮৫০)

ব্যঙ্গমা

(মে ২০১৬, সম্পাদক : অরুণোদয় ভট্টাচার্য) এই সংখ্যার প্রচ্ছদে সুকুমার রায়ের খুড়োর কলের রেখাচিত্রের রঙীন ছবি। পত্রিকার অঙ্গ–সৌষ্ঠবে ছিমছাম রুচির ছাপ। কোথাও সস্তা–ভাঁড়ামো দিয়ে পাঠকদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা নেই। রঙ্গ ও ব্যঙ্গ পরিশীলিত মাত্রায় পরিবেশিত হয়েছে, এখানেই সম্পাদকের কৃতিত্ব। তিনটি নিবন্ধই ভিন্ন ভিন্ন দিকে বিচরণ করেছে, শ্রীরামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দের রসবোধ (কৃষ্ণা সেন), বটতলার আড্ডা (মোহিত গুপ্ত) ও হাসির মহিমা (দীনেন্দ্র চন্দ্র)। দীপ মুখোপাধ্যায় ও রসপাষন্ডের রম্য রচনায় তীব্র রাজনৈতিক শ্লেষ। সুকুমার মন্ডলের গোলাপ রহস্যে উন্মোচনের মজা সব পাঠকেরই ভালো লাগবে। শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিসুধায় অমৃত–আস্বাদন। ছড়া বিভাগে অপূর্ব দত্ত ও তারাশঙ্কর দত্ত দুজনেই জমিয়ে দিয়েছেন। শেষপাতে চাটনির মতো কৌতুকী রয়েছে দুই পর্বে। দ্বিতীয় পর্বের চেয়ে প্রথম পর্বে সৌমেন মিত্র বেশি উজ্জ্বল। এই সময়ে রস–সাহিত্য–নির্ভর পত্র–পত্রিকার বড়ই অকাল, সুধী পাঠকের প্রত্যাশা ব্যঙ্গমা সেই অভাবটা যদি কিছুটা অন্ততঃ ঘোচাতে সক্ষম হয়। (পত্রিকার ঠিকানা– ৭১/৩সি, পূর্ণদাস রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৯) – গ্রন্থকীট

দক্ষিণ ২৪ পরগনা কাঁটামারির ওরাঁও পরিবার

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

অনেক আগে থেকে খোঁজ নিয়েছিলাম যে, সুন্দরবনের কাঁটামারিতে শ'তিনেকের বেশি ওরাঁও পরিবারের বাস। কাঁটামারি গ্রামটি কুলতলি থানার দেবীপুর–দেউলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে। জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। এর আগে আমি দেউলবাড়ি, কাঁটামারি, মৈপিঠ, নগেনাবাদ প্রভৃতি গ্রামগুলোতে গেছি এবং থেকেছি। কিন্তু ওরাঁওদের সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে যাইনি। যাব যাব করছি বেশ কিছুদিন ধরে, কিন্তু যাওয়া হচ্ছে না। নভেম্বর মাস। অল্প অল্প শীত। এটাই উপযুক্ত সময় মনে করে আমার এক বন্ধুকে ফোন করলাম। তাঁর নাম মাখনলাল নাইয়া। দেবীপুর হাই স্কুলে কাজ করতেন। সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। হাই স্কুলের কাছে, বাস রাস্তার পাশেই বাড়ি। আদিবাসী পাড়াটাও তাঁর বাড়ির কাছে। আমার ফোন পেয়ে উৎসাহ নিয়ে বললেন, চলে আসুন, চলে আসুন। ভালই হবে। আমি বাড়িতে আছি। আপনার সঙ্গে থাকব। এবারে বৌদিকে কিন্তু নিয়ে আসবেন। আমি বললাম, ঠিক আছে বলবো। আমার উত্তর শুনে মাখনবাবু সন্তুষ্ট হলেন না।

তাঁর সম্ভবত মনে হল, এটা শুধু কথার কথা। মাখনবাবু বললেন, ফোনটা একটু বৌদিকে দিন। আমার পাশেই ছিল, ফোনটা তাকে দিলাম। মাখনবাবুর জোরালো এবং আন্তরিক আমন্ত্রণে রাজি না হয়ে উপায় রইল না।

পরের দিন ছিল নভেম্বর ১২, ২০১৫। আমরা সকাল ৬টায় শকুন্তলা পার্ক (বেহালা) থেকে রওনা হলাম। বালিগঞ্জ থেকে ট্রেনে করে জয়নগর। সেখান থেকে ট্রেকারে করে জামতলা। জামতলা থেকে অটোতে করে কাঁটামারি (দেউলবাড়ি হাই স্কুল স্টপেজে) নামলাম। জামতলা থেকে অটোতে ওঠার আগে মাখনবাবুকে তাঁর কথা মতো ফোন করে জানিয়েছিলাম। মাখনবাবু সময় হিসেব করে বাস স্টপেজে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বেলা ১২টার আগেই তাঁর বাড়িতে পৌঁছলাম। মাখনবাবুর স্ত্রী স্থানীয় পোস্টমাস্টার। তাঁর কাজে মাখনবাবু খুব সাহায্য করেন। বিশেষ করে অবসর নেওয়ার পর থেকে। পোস্টঅফিস তাঁর বাড়িতে। একটা ঘর তিনি অফিসের জন্যে ইউজ করেন। এই পোস্ট অফিসের কাজের সুবাদে আশপাশের গ্রামের লোকদের মাখনবাবু চেনেন।

মাখনবাবুর বাড়িতে ফিরে এসে, জামা কাপড় ছেড়ে, হাত–পা ধুয়ে, চা খেতে খেতে সকলে বসে গল্প করছি। কোন্ কাজটা আগে করব তার পরিকল্পনা করছি। মাখনবাবুকে বলেছি আগে ওরাঁও উপজাতিদের পাড়ায় যাব। আমার কাছে এটা খুবই জরুরি। মাখনবাবু বললেন, চলুন যাই। দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মাখনবাবু আমাকে নিয়ে একটা বাড়িতে ঢুকলেন। ঢুকে দেখলাম গৃহকর্তা বাড়িতে আছেন। ছোটো মাটির বাড়ি। খড়ের চাল। দু'টো ঘর। সামনে এক চিলতে উঠোন। দাওয়ায় খেজুর পাতার চাটাই পাতা। আমরা গিয়ে সেই চাটাইতে বসলাম। ভদ্রলোকের নাম ভাদ্র সরদার। বয়স ৬১। ওরাঁও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। ছোটবেলা থেকে মাছ–কাঁকড়া ধরছেন। গত বছর থেকে আর জঙ্গলে যাচ্ছেন না। ডাঙায় খাটাখাটুনি করেন। আমি তাঁকে জিগ্যেস করলাম, এখন আর জঙ্গলে যাচ্ছেন না কেন? বয়স হয়ে গেছে বলে?

– না। বয়সের জন্য নয়। গত বছর ওনার ছোট ছেলে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে আর ফেরেনি। তারপর থেকে নিজে জঙ্গলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। পাশের বাড়ির একটা ছেলে উঠোনে দাঁড়িয়েছিল, সে উত্তরটা দিল। তখন ভাদ্র সরদার চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, যাদের সঙ্গে গেছিল তারাই

সুন্দরবনের ডায়েরি

মেরে ফেলেছে। পাড়ার দু'টো ছেলে – বিষ্টু মন্ডল (৪২) আর কানন মুন্ডা (৩৫) – তাকে জোর করে ডেকে নিয়ে গেছিল। দোনে কাঁকড়া ধরবে বলে। আমি রাজি হইনি।

– তারপর কী হল?

– ওর সঙ্গে যারা ছিল, তারা বলে আমার ছেলেকে বাঘে নিয়ে গেছে। তাকে বাঘে নিয়ে গেল, ওরা তখন কী কোরছেল? ছাড়িয়ে আনতে তো পারতো। আমি বললুম জায়গাটা আমাকে দেখাবি চ! আমাকে কী নিয়ে গেল? সব পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি ছাড়বুনি। থানায় চল্লিশ হাজার টাকা খাইয়েছে।

– ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়েছেন?

– না। কেস চলছে। এদ্দিন আলিপুরে হচ্ছেলো, এখন বারুইপুরে।

– ছেলের নাম কী? বয়স কত? বিয়ে করেছে?

– ছেলের নাম সমীর। বয়স ২৪, বিয়ে করেছে। তিন মাসের একটা মেয়ে আছে।

– বৌমা নাতনি কোথায়?

– বৌমার বাবা এসে নিয়ে গেছে। আমি বলেছিলুম দাদা, বৌমা না হয় এখানে থাক। আমাকে বল্লে, যা কপালে ছেল ঘটেছে। মেয়ের বয়স সবে আঠারো। ওকে ফের বে দোবো।

– ভালো কথা তো। অল্প বয়েস, একটা বাচ্চা নিয়ে একা একা কাটাতে হবে।

আপনার বয়স হয়েছে, আর দু'টো ছেলে আছে ঠিকই, তদেরও তো বৌ বাচ্চা আছে। কোনওরকমে খেটেখুটে সংসার চালায়। তার ওপর বাড়তি বোঝা চাপলে, সকলের কষ্ট বাড়বে।

ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, বৌমাকে আবার বিয়ে দেওয়া নিয়ে তাঁর মোটেই আপত্তি নেই। স্বামী মারা গেলে, স্ত্রীর বিয়ে করার বয়স থাকলে, ছেলেমেয়ে সহ পুনরায় বিয়ে করার চল ওরাঁও সমাজে আছে। ভাদ্র সরদার স্নেহের বশে মৃদু আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু বুঝেছেন এক্ষেত্রে বিয়ে হওয়াটা সকলের কাছে মঙ্গল। আমি যখন ভাদ্র সরদারের সঙ্গে কথা বলছিলাম, সেখানে মাখনবাবু ছাড়া পাড়ারও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে জানলাম বাড়িতে বৌমার হাতের শাঁখা ভেঙে এবং কপালের সিঁদুর মুছে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া আদিবাসীদের সমাজিক প্রথা অনুযায়ী পাড়ার ৩০–৪০ জন ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েকে খাওয়ানো হয়েছিল। বালক ভোজন করানো হয়েছিল। গ্রাম–খাওয়ানো রেওয়াজ। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে ভাদ্রবাবু পাড়ার লোকজনদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে কোনওরকমে বালক ভোজন করিয়েছেন।

উপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছি সমীরের সঙ্গে তার সঙ্গীদের কোনও বিবাদ ছিল না। গ্রামের কারও সঙ্গেও নয়। সে কারণে এটা কোনও গুপ্ত হত্যা বলে মনেও হয় না। কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের কামড়ে নিহত হওয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটে। অনেক সময় মৃতের দেহ উদ্ধার করা যায় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কী ঘটেছিল সেটা অজ্ঞাত। ভাদ্র সরদারের সন্দেহের প্রধান কারণ ছেলের দুই সঙ্গী পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন? যে–জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটেছে সেটা তাঁকে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেনা কেন? এর পিছনে কয়েকটা সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে। ১. বনদপ্তরের অনুমতি ছাড়া কাঁকড়া ধরতে বেরিয়েছিল। ২. যেখানে মাছ–কাঁকড়া ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ সেখানে ঢুকেছিল এবং আক্রান্ত হয়েছিল। ৩. এসব কারণে মৃত্যুর খবর থানায় জানাতে ভয় পাচ্ছে। তাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

আইপিএল সানরাইজার্সের

কোহলিপনার সমাধি গাঁথল ওয়ার্নার

কমল নস্কর

গত সংখ্যায় 'বিরাটাকার কোহলিপনা' শিরোনামে তুলে ধরেছিলাম কিভাবে বিশ্ব ক্রিকেটকে শাসন করে যাচ্ছেন বিরাট কোহলি। আইপিলে মিলেছে তার জলজ্যান্ত নমুনা। বিশেষ করে যেভাবে করে বিপক্ষ যেখানে আগে ব্যাট করে ২০৮ রানের পাহাড় গড়ে তুলেছিল তাকে মোকাবিলা করে পালটা ২০০ রান তোলা কী মুখের কথা? সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে দিলেন বিরাট বাহিনী। একমাত্র টেল এন্ডারের লড়াইয়ে তারতম্যে ম্যাচ পকেটে পুরলো হায়দ্রাবাদ। আশাতেই ছাই ঢেলে দিল আরসিবি টেল এন্ডারদের ব্যর্থতা। যার জন্য শুরুটা ফাটাফাটি হওয়া সত্ত্বেও ম্যাচ প্রায় দখলে এনেও ফসকে গেল।

অজি মানসিকতাতেই যেন ম্যাচের বিধান গড়ে দিল ওয়ার্নাররা। যার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে হারার আগে হারব না। নইলে কি বেটিংয়ের ফাইনাল ম্যাচকে ঘিরে যে লড়াইয়ের আভাস পেয়েছিলেন তা মাঠে মারা গেল। বস্তুত অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের রায় ছিল ফাইনালে আরসিবির বোমব্লাসটিক ব্যাটিংয়ের সঙ্গে টক্কর হবে হায়দ্রাবাদের নিঁখুত বোলিং লাইন আপের। একদিকে গেইল, বিরাট, ডিভিলিয়ার্সরা যদি তুখোর

বিরাটের ব্যাট শাসন করেছে বিশ্বের তাবড় তাবড় বোলারদের তা চমকপ্রদ বটেই। এমনকি বেশ কতগুলি ম্যাচ হেরে প্রায় খাদের কিনারে চলে যেতে বসা আরসিবি শুধুমাত্র বিরাটের ব্যাটে ভর করে চলে যায় আইপিলের ফাইনালে। তাও শেষরক্ষা হল না। শেষ পর্যন্ত ডেভিড ওয়ার্নারের নেতৃত্বাধীন হায়দ্রাবাদ সানরাইজার্সের কাছে হেরে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ এবারের মতো পেলেন না বিরাট। অথচ কি দারুণ লড়াইটাই না দিলেন কোহলি এবং তার দল। বিশেষ নইলে যেভাবে ক্রিস গেইল ৩৮ বলে ৭৬ রানের ধমাকা তুললেন এববং স্বয়ং অধিনায়ক বিরাট ফের একটা অর্ধশতরান করেন অনেক কম বল খেলে সেখানে এই ম্যাচ হারাটা খুব দুঃখের। আসলে অধিনায়ক ওয়ার্নার যতই বিধ্বংসী ইনিংস খেলুন না কেন, কাটিং শেষের দিকে ওইরকম বেপরোয়া চালিয়ে না খেললে সানরাইজার্সের রান আটকে যেত ১৭০-১৮০-র কাছেপিঠে। সেই রকম পরিস্থিতিতে ম্যাচ বের করে নেওয়া খুব সহজ হত বিরাট ব্রিগেডের জন্য। সেই দুনিয়া আর কি সাধারণ মানুষের সমীক্ষা সবেতেই ধারে ভারে অনেকটাই এগিয়ে ছিল আরসিবি। বিশেষ করে বিরাটের পাশাপাশি ডিভিলিয়ার্স গত ম্যাচে অসাধারণ পারফর্ম করায় সবাই মাপকাঠিতে এগিয়ে গিয়েছিল বিরাট বাহিনী। তাও যেভাবে লাস্ট ল্যাপে হারতে হল একে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বা বলা চলে। সত্যি গত কয়েক বছর চ্যাম্পিনশিপের এত কাছে গিয়েও ফিরে আসতে হচ্ছে আরসিবিকে । অন্যথা হল না এবারেও। তবে অধিকাংশ ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ এই ব্যাটিং তুলে ধরেন তবে অপরদিকে বল হাতে শান দেবেন ভুবনেশ্বর কুমার, কাটিংরা। দেখা গেল আগাগোড়া ম্যাচে লড়াই হল দুদলের বুমবুম ব্যাটারদের। যার ফলে রানও উঠল দেদার। টি-২০-র হিসাবে কোনও ফাইনাল ম্যাচে এত রান ওঠা ভাবা যায়। সেই অসম্ভবকেই সাকার করে তুললেন দুদলের তারকা ব্যাটসম্যানরা। বোলারদের পেটাই খাওয়ার মধ্যেও অসাধারণ বোলিং করে আরসিবিকে আটকে রাখার কাজে অনেকটা সফল কাটিং। বেপরোয়া ব্যাটিং ঝড়ের পর এই লাইন লেন্থ বজায় রেখে বল করে যাওয়া একে অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই।

আগামী আইপিএলে বেঙ্গালুরুর জন্য একটাই পরামর্শ যতই ভালো ব্যাটসম্যানদের নিয়ে দল গড়ুন না কেন বোলিং লাইন আপকে সমান্তরালভাবে শক্তিশালী করে তুলুন। ভালো বোলারদের রিক্রুট করুন। বিদেশি তারকা ব্যাটসম্যান প্রথম দলে জনা তিনেক থাকুক ক্ষতি নেই, কিন্তু একজন স্পেশালিট বিদেশি বোলার অবশ্যই

- **শুধুমাত্র কোহলি নির্ভর বা কোনওদিন ডিভিলিয়ার্স বা গেইলের ওপর ভর করে রোজ রোজ জেতা যায় না।**
- **কোহলিরা প্রায় হারিয়ে যেতে বসা দলকে ফাইনাল পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছেন ঠিক।**
- **এর থেকে বেশি প্রত্যাশা করলে ব্যালেন্সিং দল গড়া সবার আগে কাম্য।**

দলে সামিল করুন। আর ভারতীয় বোলারদের মধ্যে এই মুহূর্তের সেরাদেরও ভিড়িয়ে নিন টিম লিস্টে। তা হলেই একমাত্র ব্যালেন্স আসবে দলে। কারণ শুধুমাত্র কোহলি নির্ভর বা কোনওদিন ডিভিলিয়ার্স বা গেইলের ওপর ভর করে রোজ রোজ জেতা যায় না। কোহলিরা প্রায় হারিয়ে যেতে বসা দলকে ফাইনাল পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছেন ঠিক। এর থেকে বেশি প্রত্যাশা করলে ব্যালেন্সিং দল গড়া সবার আগে কাম্য।

তবে এবারের আইপিএল ওয়ার্নার, ডিভিলিয়ার্স, গেইলদের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকলেও বিরাট কোহলির দামাল ইনিংসগুলোকে রাখতে হবে সবার আগে। কোহলিপনা চোখ জুড়ে প্রত্যক্ষ করেছেন হাজারো হাজারো দর্শক। যদিও বিরাটের থেকে ক্লাব ক্রিকেটের এই ধারা নিশ্চিতভাবে চাইবে ভারতীয় ক্রিকেট। যে বোমারুর আঘাতে একের পর এক ছিন্নভিন্ন হবে বিশ্বের বিভিন্ন দল।

ভোটের মাঠে কেরামতি

অরিঞ্জয় মিত্র

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে যে ক্রীড়াবিদরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে শিকে যদি কারও ছিঁড়ে থাকে তা হলে নিঃসন্দেহে তিনি হলেন সদ্য ক্রিকেটের আঙিনা থেকে অবসর গ্রহণ করা লক্ষ্মীরতন শুক্ল। হাওড়ার যে কেন্দ্র থেকে লক্ষ্মী জিতে এসেছেন তা ছিল এবারের বিধানসভার প্রেক্ষাপটে অন্যতম কঠিন আসন। সেই জায়গা থেকে দুই জাদরেল প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের সন্তোষ পাঠক এবং বিজেপির অভিনেত্রী প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে হারানো চাট্টিখানি কথা নয়। সেই অসাধ্যসাধন করে দেখিয়ে দিয়েছেন লক্ষ্মী। হাতেগরম ফলও পেয়ে গিয়েছেন। একেবারে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর পদে ভূষিত হয়ে। অরূপ বিশ্বাসের অধীনে তিনি প্রতিমন্ত্রী হলেও জানা গিয়েছে খোদ মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের খেলাধুলার বিকাশে লক্ষ্মীর ওপর অনেকটাই নির্ভর করতে চাইছেন। বলা যায় লক্ষ্মীলাভে বাংলাকে দেশের ক্রীড়া মহলে এক নম্বর করে তোলাই এই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। অথচ বাংলার ক্রিকেটে নিজেকে নিংড়ে দেওয়া লক্ষ্মীর বিদায়ের সময়টা মোটেই মসৃণ ছিল না। বরং বেশ অপমানের মধ্যে দিয়েই তাকে খেলা ছাড়তে হয়েছিল। লক্ষ্মীর এই অকাল বিদায়ে খলনায়ক হিসাবে যাদের নাম শোনা যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। যদিও দুই তরফেই একে পুরনো কাসন্দি বলে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। তাও লক্ষ্মীর ক্রিকেট কিট তুলে রাখার পিছনে সৌরভের মস্তিষ্কও অভিযুক্ত হয়েছে। ইতিহাসের কি অমোঘ ফলাদেশ। মন্ত্রী হওয়ার পরে পরে সেই লক্ষ্মীকেই সংবর্ধনা দিল সৌরভের নেতৃত্বাধীন সিএবি। যাতে হাজির ছিলেন বিশ্বরূপ দে সহ সিএবির অন্যান্য কর্তারাও। লক্ষ্মী নিজেও বলছেন ইডেন গার্ডেনস তার কাছে পবিত্রভূমি। সেই ইডেনে শপথ নেওয়ার পর আসতে পেরে তিনি বিগলিত।

ক্রিকেটের লক্ষ্মী নির্বাচনী পরীক্ষায় লেটার নিয়ে সসম্মানে উতরে গেলেও তৃণমূলের ফুটবলার প্রার্থী রহিম নবির ভাগ্যটা মোটেই অত সুবিধের নয়। তাই সিপিএমের শক্ত দুর্গে তাকে পাঠিয়ে মমতা যতটা ভরসা করেছিলেন তার ছিটেফোটাও ফিরিয়ে দিতে পারেননি নবি। অবশ্য শুধু নবিকে দোষ দিলে তো চলবে না। ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম সেরা তারকা তথা আইকন বাইচুং ভুটিয়াও নেত্রীর মুখে হাসি ফোটাতে ব্যর্থ হয়েছেন। অবশ্য রহিম নবি যেখানে তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি দক্ষিণবঙ্গে ব্যর্থ হয়েছেন সেখানে বাইচুং পরাজিত হয়েছেন জোটের শক্ত ভিত উত্তরবঙ্গের মাটিতে। তাও আবার অশোক ভট্টাচার্যের মতো দুঁদে প্রার্থীর সম্মুখীন হয়েছিলেন বাইচুং। প্রচারের হাইপ তুঙ্গে উঠলেও শেষপর্যন্ত পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ভোটযুদ্ধের মাঠ ছাড়তে হয়েছে ভুটিয়াকে। এদের মাঝে সিপিএমের পক্ষেও এক ক্রীড়াবিদের পরাজয়ের খবর রয়েছে। তিনি হলেন একসময়ে এশিয়াডে সোনাজয়ী দেশের সোনার মেয়ে হিসাবে পরিচিত জ্যোতির্ময়ী শিকদার। সোনারপুরে হারতে হয়েছে এই প্রাক্তন অ্যাথলিটকে।

ছবি : অরুণ লোধ

উজ্জ্বল স্মরণে

ভলি বলার উজ্জ্বল চ্যাটার্জীর ২১তম স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হল তারই বাসভবনে ৩০ মে। তাঁকে স্মরণ করে বক্তব্য রাখছেন সাংবাদিক শুভ্র মুখোপাধ্যায়। রয়েছেন আরও অনেক বিশিষ্টরা সঙ্গে তাঁর স্ত্রী-পুত্র সকলেই।

মনের খেয়াল

মগজ ধোলাই

- ভারত ছাড়া আর কোন দেশে মাদ্রাজ, ক্যালকাটা এবং দিল্লি পাওয়া যায়?
- ভারতসভা কে প্রতিষ্ঠা করেন?
- পান্ডবদের এবং কৌরবদের রাজধানী কি ছিল?
- কোন দেশে প্রথম চা চাষ হয়?
- ক্রিকেটে ইংলিশ ওভার আর অস্ট্রেলিয়ান ওভারের তফাত কি?

গত সংখ্যার উত্তর

- কাইরিনের রাটসথেনেস (২৭৬ থেকে ১৯৪ খ্রীস্ট পূর্ব)।
- দারাশুকো। মায়ের নাম মুমতাজমহল।
- এটি পোকা।
- বঙ্গোপসাগরকে।
- রগার ব্যানিস্টার। ৩ মিনিট ৫৯.৪ সেকেন্ড ১৯৫৪ সালে।

উত্তর পাঠাও যে কোনও মাধ্যমে ৪-১০ তারিখের মধ্যে

আকাশ ছোঁয়া আশা

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

আশমানীরা তিন বোন। বড়দি আশালতা দাঁতের ডাক্তার, ছোড়দি উচ্ছ্বাসও পড়াশোনায় ভালো। ওদের বাড়ি সুন্দরবনের এক প্রত্যন্ত গ্রামে। গ্রামের মেয়ে হয়েও আশালতা কীভাবে ডাক্তার হতে পারলো তা গ্রামের লোকেদের কাছে এক বিরাট বিস্ময়। বড় মেয়ের এই কৃতিত্বের জন্য ওদের পিতার অবদানও কম নয়। ওদের পিতা আপন মণ্ডল তখনকার সময়ের মাধ্যমিক পাশ। থাকতেন মেদিনীপুরের চাউলখোলায়, সেখানেই তার পড়াশোনা। কিন্তু ভাগ্যচক্রে সুন্দরবনে পিসির বাড়িতে বেড়াতে এসে ওখানেই আপনের সব স্বপ্ন ভেঙে যায়। কলকাতায় বা গ্রামের নিকটবর্তী কোনও শহরে গিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পড়ার অনুমতি না পাওয়াতে আপন মণ্ডলের মনে একটা বড় দুঃখ থেকেই যায়। তাই কোনও পুত্র সন্তান না থাকলেও মেয়েদের পড়াশোনা করিয়ে ছেলেদের মতো মানুষ করেছেন। বড়দি আশালতার সাফল্যের কারণে উচ্ছ্বাসেরও পড়াশোনায় বেশ উৎসাহ। কিন্তু ওর ইচ্ছা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে গবেষক হয়ে গ্রামের জন্য কিছু করা। তাই ও মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে এম-এসসি করছে। ইচ্ছা আছে সুযোগ পেলে কৃষিবিদ্যার কোনও বিষয়ের উপর পিএইচ্-ডি করবে।

এবছর আশমানী মাধ্যমিক দেবে। বড় দুই বোনের কৃতকার্য্যতায় গ্রামের সকলের আশা ছোট বোন আশমানীও মাধ্যমিকে ভালো ফলাফল করবে। কিন্তু, প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনদের আশাব্যঞ্জক এই আলোচনা আশমানীর মনে একবিরাটচাপসৃষ্টিকরতেথাকে। দুশ্চিন্তার ফলে পড়াশোনায় ঠিক মতো মন বসাতে পারে না। মনের অস্থিরতার কারণে সময় নষ্ট হতে থাকে এবং এর ফলে রেজাল্ট ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকে। মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে ওর মানসিক অবস্থার খুবই অবনতি হয়। ও সব সময় বলছে, আমার কিছু মনে থাকছে না, অঙ্কের নিয়ম ভুলে যাচ্ছি। আশমানী সমানে কান্নাকাটি করছে। মা-বাবা আত্মীয়স্বজন বুঝতে পারছে না কী করা উচিৎ। যে যা বলছে তাই করা হচ্ছে। আশমানী তো বলছে যে ও এবার মাধ্যমিক দেবে না।

অনেক বোঝানোর পর পরীক্ষায় বসানো গেল। কিন্তু, পরীক্ষার পর আশমানী সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। তার উন্মাদপ্রায় অবস্থা দেখে তাকে কলকাতার এক মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

রঙ্গন ঘোষ, বিশেষ শিশু, নোবেল মিশন

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা *JPEG* ফরম্যাটে

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

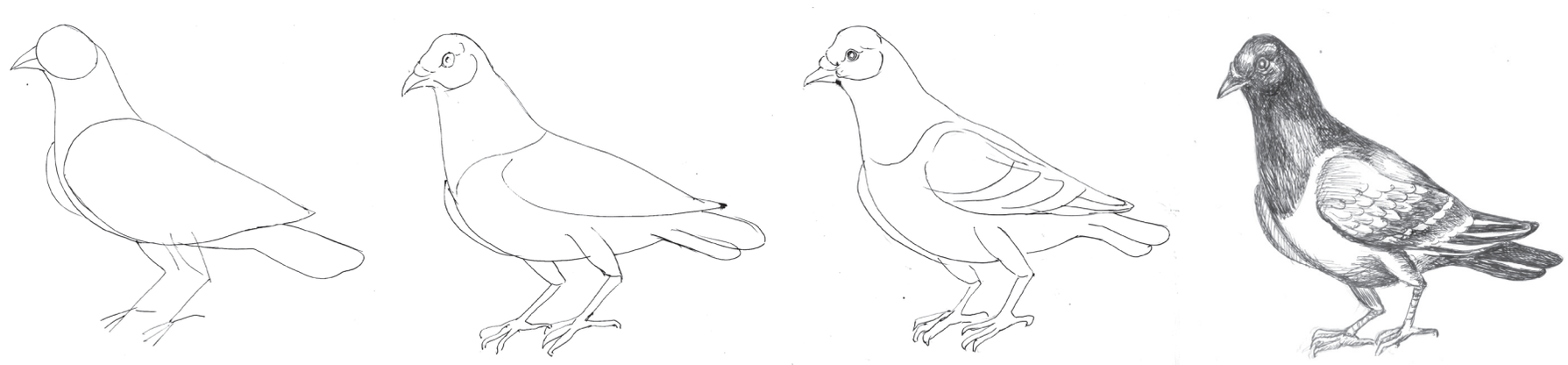

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com